ফ্রান্সে ডানপন্থীদের উত্থানে আতঙ্কে মুসলমানরা

সারে-জমিন

চালকের তৎপরতায় বড় দুর্ঘটনা এড়াল কাঞ্চনকন্যা

রূপসী বাংলা

ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন বিক্ষোভ দমন করা হচ্ছে

সম্পাদকীয়

তরুণদের বিষয়ে ইসলাম যা বলে

দাওয়াত

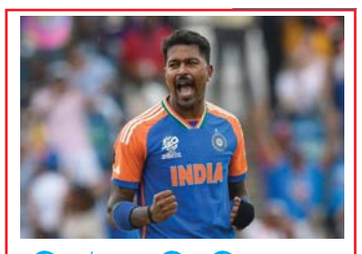

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেই ১ নম্বর অলরাউন্ডার পান্ডিয়া

খেলতে খেলতে


# আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
৪ জুলাই, ২০২৪
২০ আষাঢ় ১৪৩১
২৭ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 179 ■ Daily APONZONE ■ 4 July 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php


## প্রথম নজর

### মোদি শাসনে অত্যাচারিত দলিত, মুসলিম আদিবাসীরা: সাংসদ আজাদ

**আপনজন ডেস্ক:** আজাদ সমাজ পার্টির (কাঁসিরাম) প্রধান তথা নাগিনার সাংসদ চন্দ্রশেখর আজাদ সংসদে বলেছেন, জাতি গণনার ফলে বঞ্চিত শ্রেণির মানুষের সামাজিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত হবে। লোকসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের বিতর্কে অংশ নিয়ে আজাদ বলেন, সামাজিক ন্যায়বিচার তখনই সম্ভব হবে যখন জাতিগত জনগণনা করা হবে এবং বঞ্চিত শ্রেণির জন্য তাদের সংখ্যার ভিত্তিতে সংরক্ষণ বাড়ানো হবে। চন্দ্রশেখর বলেন, রাষ্ট্রপতির ভাষণে বেসরকারি ক্ষেত্রে তফসিলি জাতি, উপজাতি ও ওবিসি শ্রেণিতে সংরক্ষণ নিয়ে কিছু বলা হয়নি। তিনি আরও বলেন, বিজেপির 'সবকা সাথ-সবকা বিকাশ' স্লোগানটি ফাঁপা, কারণ গত ১০ বছরে দলিত, আদিবাসী, মুসলিমসহ সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার হয়েছে, যা আর গোপন নেই।

### গণপিটুনি রুখতে নবান্ন জারি করল ১১ দফা দাওয়াই

**আপনজন ডেস্ক:** রাজ্যে ক্রমাগত ঘটে যাওয়া গণপিটুনির ঘটনা রুখতে ১১ দফা দাওয়াই দিল নবান্ন। বুধবার রাজ্য পুলিশের এডিজি আইন-শৃঙ্খলা মনোজ ভার্মা মোট ১১ দফা নির্দেশিকা জারি করেছেন। নবান্ন থেকে সেই নির্দেশিকা প্রত্যেক জেলার পুলিশ সুপার সহ প্রতিটি থানা এবং কমিশনারেটের কমিশনারদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১১ দফা ওই নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে গণপিটুনির ঘটনা রুখতে এলাকায় এলাকায় সিভিক ভলেন্টিয়ার ও ভিলেজ পুলিশদের বেশি করে কাজে লাগাতে হবে। যাতে কারা এই ধরনের ঘটনা বা অপরাধ সংগঠিত করছে তাদের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য পুলিশ জানতে পারে। ক্লাবগুলিকে এই ধরনের ঘটনা রোধে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে আরও সক্রিয়ভাবে ভূমিকা গ্রহণ করার কাজে ব্যবহার করতে হবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে গণপিটুনি রোধে বেশি করে সতর্কতামূলক প্রচার চালাতে হবে। গুজব বিষয় ধরনের ঘটনা রোধে পুলিশকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জেলা পুলিশের অফিসারদের সব সময় সোশ্যাল নেটওয়ার্কের উপর নজরদারি চালাতে হবে প্রভৃতি।

# মোদির 'ভুল তথ্য': রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট 'ইন্ডিয়া'র

## বিজেপির মূল পরামর্শদাতা আরএসএস সংবিধান বিরোধী: খাড়গে

**আপনজন ডেস্ক:** রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করার পর 'ইন্ডিয়া' জোটের সাংসদদের পাশে দাঁড়িয়ে বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে বুধবার ক্ষমতাসীন বিজেপির আদর্শিক পরামর্শদাতা আরএসএসকে সংবিধান বিরোধী বলে অভিযুক্ত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদে ভুল তথ্য দিয়েছেন বলেও অভিযোগ করেন কংগ্রেস নেতা। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্সের (ইন্ডিয়া) সাংসদরা, যারা রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপর বিতর্কের বিষয়ে মোদির জবাবের মাঝখানে সংসদের উচ্চকক্ষ থেকে ওয়াকআউট করেন, তারা পুরানো সংসদ ভবন, সংবিধান সদনের গেটে জড়ো হন।

খাড়গে ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী, পি চিদম্বরম, ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির (এসপি) প্রধান শরদ পাওয়ার, ডিএমকে-র তিরুচি শিবা, তৃণমূল কংগ্রেসের সাগরিকা ঘোষ এবং সুস্মিতা দেব, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার (জেএমএম) মহুয়া মাজি, রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) মনোজ ঝা এবং শিবসেনা-ইউবিটির প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী।

খাড়গে বলেন, রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিতর্কের জবাব দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী কিছু ভুল তথ্য দেওয়ায় আমরা ওয়াকআউট করেছি। মিথ্যা কথা বলা, মানুষকে বিভ্রান্ত করা এবং সত্যের বিরুদ্ধে কথা বলা তার অভ্যাস।

তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যখন সংবিধান নিয়ে কথা বলেছেন। আমি বলতে চেয়েছিলাম, আপনি সংবিধান লেখেননি, আপনি তার প্রতিপক্ষ ছিলেন। আমি স্পষ্ট করতে চেয়েছি কারা সংবিধানের পক্ষে আর কে বিপক্ষে।

প্রবীণ এই কংগ্রেস নেতা ১৯৫০ সালের ৩০ নভেম্বর আরএসএসের মুখপত্র 'অর্গানাইজার'-এর একটি নিবন্ধ উদ্ধৃত করে দাবি করেন, সংগঠনটি সংবিধানের বিরোধিতা করে বলেছে, তাদের কাছে ভারতীয় বলে কিছু নেই।তারা সংবিধানের বিরোধিতা ও প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং এখন এটি রক্ষার কথা বলছে। ওরা শুরু থেকেই সংবিধান বিরোধী।

ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার মহুয়া মাজি বলেন, বিরোধী দলনেতাকে সংসদে কথা বলতে না দেওয়ায় বিরোধীরা ওয়াকআউট করেছে। তিনি বলেন, কংগ্রেসকে নিশানা করে কিছু আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী। খাড়গেজি বারবার বলেছেন, তাকে কথা বলতে দেওয়া উচিত। তাকে চেয়ারম্যান অনুমতি দেননি। সমস্ত বিরোধী নেতারা তাকে অনুমতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন, কিন্তু চেয়ারম্যান কোনও কর্ণপাত করেননি।

মাজি বলেন, চেয়ারম্যান বিরোধীদের দিকে তাকান না। বিরোধীদলীয় নেত্রী অপমানিত বোধ করায় আমরা ওয়াকআউট করেছি।

কংগ্রেসের প্রমোদ তিওয়ারি বলেন, বিরোধী দলনেতাকে কথা বলতে দেওয়া বিধানসভার ঐতিহ্য।

দেব বলেন, বিরোধী দলনেতার সাংবিধানিক পদের প্রতি অসম্মান দেখিয়েছে বিজেপি।

তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা দেব সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ লেখেন, রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ মিথ্যায় ভরা। বিরোধীরা একবারের জন্য সুযোগ পাবেন না, এটা আশা করা যায় না। তাই হস্তক্ষেপ চাই।

তৃণমূল সাংসদের কথায়, বিজেপি রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতার সাংবিধানিক পদের প্রতি চরম অবজ্ঞা দেখিয়েছে এবং বিরোধীদের প্রতি স্বৈরাচারী মনোভাব দেখিয়েছে, যারা তাদের জনাদেশের কারণে সংসদে বসে আছে, ট্রেজারি বেঞ্চের দয়ায় নয়।

মোদির ভাষণের সময় খাড়গেকে হস্তক্ষেপ করতে না দেওয়ায় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতীয় ব্লকের দলগুলি রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করে।

চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় খাড়গের বক্তব্যে কর্ণপাত না করায় বিরোধী সাংসদরা স্লোগান দিতে থাকেন। স্লোগান-স্লোগানের মধ্যে বক্তব্য চালিয়ে যান মোদি।

খাড়গে বারবার তাকে কথা বলতে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে এটি কিছু সময়ের জন্য চলেছিল। অনুমতি না পেয়ে ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা সভা থেকে ওয়াকআউট করেন।

## ইস্তফা চম্পাই সোরেনের

# ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন হেমন্ত-ই

**আপনজন ডেস্ক:** ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন বুধবার রাজভবনে রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণনের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন। চম্পাই সোরেনের ইস্তফার পর হেমন্ত সোরেন সরকার গঠনের দাবি তোলেন।

রাজ্যপালের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার পর চম্পাই সোরেন বলেন, শাসক জোট হেমন্ত সোরেনকে নেতা হিসেবে বেছে নিয়েছে।

চম্পাই সোরেন সাংবাদিকদের বলেন, আমি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলাম। কিছুদিন আগে আমাকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে, রাজ্যের দায়িত্ব পেয়েছি। হেমন্ত সোরেন ফিরে আসার পর আমাদের জোট এই সিদ্ধান্ত নেয় এবং আমরা হেমন্ত সোরেনকে নেতা হিসেবে বেছে নিই। উল্লেখ্য, জমি কেলেঙ্কারি ও আর্থিক তছরুপের অভিযোগে জানুয়ারিতে হেমন্ত সোরেনকে গ্রেফতার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তদন্তে 'ভুয়া বিক্রেতা ও ক্রেতাদের' বিপুল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণের জন্য সরকারি নথি জালিয়াতির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জনের কথা বলা হয়েছে। সেই মামলায় ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট থেকে প্রায় পাঁচ মাস জামিন পাওয়ার পর গত ২৮ জুন বিরসা মুন্ডা জেল থেকে মুক্তি পান হেমন্ত সোরেন। ৩১ জানুয়ারি গ্রেফতার হওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন তিনি।

জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর শনিবার হেমন্ত সোরেন বলেন, রাজ্য সাহসী মানুষের দেশ এবং কাউকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই।

ঝাড়খণ্ডে নেতৃত্ব বদল নিয়ে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চাকে কটাক্ষ করেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। তিনি বলেন, ঝাড়খণ্ডে চম্পাই সোরেন যুগ শেষ। পরিবারকেন্দ্রিক দলে পরিবারের বাইরের মানুষের কোনো রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নেই। আমি চাই মুখ্যমন্ত্রী বীরসা মুন্ডার অনুপ্রেরণা নিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত হেমন্ত সোরেনজির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।


বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

## প্রথম নজর

### আমতায় ২১শে জুলাই নিয়ে প্রস্তুতি তৃণমূলের

সুরজীৎ আদক ● আমতা

**আপনজন:** সদ্য মিটে যাওয়া ২৪-শের লোকসভা ভোটে ব্যাপক সাফল্য মিলেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের। ৪২ টি আসনের মধ্যে ২৯টি আসনেই ঘাসফুল ফুটেছে রাজ্যে।বুধবার উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজনে অমর ২১শে জুলাই-এর শহিদ স্মরণ উদ্দেশ্যে ধর্মতলা চলো-র প্রস্তুতি সভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হল।সভার বৈঠক থেকে উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাজদা আহমেদ-কে নিজের কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে লিড দেওয়ার জন্য দলের সমস্ত নেতাকর্মীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন বিধায়ক ডাঃনির্মল মাজি। ওই বৈঠকে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তথা উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিমল দাস,হাওড়া গ্রামীণ জেলার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়,আমতা-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়শ্রী বাগ,হাওড়া গ্রামীণ জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সহ:সভাপতি আব্দুল হক মোল্লা (লালন) প্রমুখ।

### রূপসী বাংলা গ্রুপের অষ্টম বর্ষপূর্তি

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

**আপনজন:** রূপসী বাংলা গ্রুপের অষ্টম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান সগৌরবে অনুষ্ঠিত হলো পুরুলিয়া জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্রের অডিটোরিয়ামে বুধবার দুপুর দুটো থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। রূপসী বাংলা মিডিয়ার সাংবাদিক, রূপসী বাংলা এন্টারটেইনমেন্টের সঙ্গে যুক্ত কলাকুশলী ও জেলার জ্ঞানী গুণীজনের উপস্থিতিতে একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অষ্টম বর্ষপূর্তি উদযাপিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জলন করে শুভ সূচনা করলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুনীল মাহাতো, সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক রবিন পান্ডে, বিশিষ্ট সাংবাদিক মীনাক্ষী লায়েক ও অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশীথ ভূষণ মাহাতো, বিশিষ্ট সমাজসেবী অশোক দাস, পুরুলিয়া জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্রের আধিকারিক ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, রূপসী বাংলা গ্রুপের কর্ণধার দেবরাজ মাহাতো সহ অন্যান্যরা। এদিন উপস্থিত সাংবাদিক ও অন্যান্য গুণীজনদের বিশেষভাবে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। পাশাপাশি নাচ গান সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

# গ্রামে বিদ্যুৎ না থাকার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করণদিঘির ফতেপুরে

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

**আপনজন:** উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের দোমোহনা পঞ্চায়েতের ফতেপুর গ্রামে গত তিন দিন ধরে বিদ্যুৎ নেই। এই সমস্যার সমাধানের দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা রাজ্য সড়কে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। বিদ্যুৎ সরবরাহের দীর্ঘস্থায়ী ঘাটতি এবং বর্ষা মৌসুমে সমস্যা আরও প্রকট হওয়ায় গ্রামবাসীরা কঠিন সময় পার করছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, গত কয়েক মাস ধরে সামান্য বৃষ্টি হলেই বিদ্যুৎ চলে যায় এবং কখনও কখনও কয়েক দিন পর্যন্ত তা ফিরে আসে না। এই বিদ্যুৎ সমস্যার কারণে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা চরম বিপর্যস্ত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে গ্রামবাসীরা সড়কে নেমে এসে তাদের দাবিগুলি জানাতে বাধ্য হয়েছেন। দোমোহনা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বীরেন্দ্র নাথ সিনহা বলেন, "আমরা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত এবং দ্রুত সমস্যার সমাধানের দাবি জানিয়েছেন। প্রাক্তন প্রধান মোহাম্মদ হুসেইন আলী জানান, "আমরা গ্রাম বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ পুলিশ প্রশাসনকে এ বিষয়ে অভিযোগ করেছি। কিন্তু বিদ্যুতের এই সমস্যা সমাধানের জন্য এখনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফতেপুর গ্রামের এই বিদ্যুৎ সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। গ্রামবাসীদের আশা, কর্তৃপক্ষ তাদের অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে এবং দ্রুত পদক্ষেপ নেবে যাতে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরুদ্ধার হয় এবং তারা পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে। ঘটনাস্থানের করণদিঘী থানার পুলিশ এসে গ্রামবাসীর সাথে সমস্যার কথা শুনেন। এবং পথ অবরোধ তুলে দিয়ে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করেন।

# শুভেন্দুর জেলায় দিলীপ ঘোষ, আদি নব্য দ্বন্দ্ব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

**আপনজন:** দিলীপ ঘোষের বৈঠকে ডাক নেই বিজেপি জেলা সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃত্বের। ভোট মিটলেও আদি-নব্য দ্বন্দ্ব প্রকট পদ্মশিবিরে? অরাজনৈতিক অনুষ্ঠন বলে দাবি আদি সমর্থকদের। উচ্চ নেতৃত্বকে জানাবেন দাবি নব্য বিজেপির। অপর দিকে কটাক্ষ তৃণমূলের। লোকসভা ভোটের ফলপ্রকাশের পরই বুধবার পূর্ব মেদিনীপুরে যান প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ।
অরাজনৈতিক অনুষ্ঠানে পুরনো দলীয় কর্মীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ছিল মূল উদ্দেশ্য বলেই দাবি তমলুক বিজেপি নেতৃত্বের একাংশের। কিন্তু যে বৈঠকে দিলীপ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন,সেই বৈঠকে আমন্ত্রিত ছিলেন না বিজেপি জেলা সভাপতি থেকে শুরু করে জেলা পরিষদের বিরোধী দলনেতা এবং অন্যান্য পদস্থ নেতৃত্ব। মূলত জেলা বিজেপির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক নারায়ন মাইতির আমন্ত্রণে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন দিলীপ। প্রসঙ্গত, নারায়ণ মাইতিকে লোকসভা ভোটেও সেরকম সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়নি। দলের থেকে দূরত্ব বেড়েছে দীর্ঘদিন বলেই দাবি রাজনৈতিক মহলের একাংশের। নারায়ন বলেন,দিলীপের সঙ্গে জেলার পুরনো কার্যকর্তাদের ভালো সম্পর্ক। যাঁদের ইচ্ছে হয়েছে তাঁরা এই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন শাসকদলের দাবি,এখানে বিজেপির অনেকগুলি গোষ্ঠী আছে। একদিকে শুভেন্দু অধিকারীর গোষ্ঠী অপরদিকে দিলীপ ঘোষের গোষ্ঠী। জেলার নেতারা কেউ শুভেন্দুর সঙ্গে আছেন কেউ দিলীপের সঙ্গে। ওঁরা নিজেরাই একে অপরের সঙ্গে গুতাগুতি করবে। এর ফল পরবর্তী নির্বাচনে পড়বে। তবে জেলা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বামদেব গুছাইত বলেন, দিলীপ ঘোষ বর্ষীয়ান নেতা। তিনি এমন কিছুই করবেন না যাতে দলীয় কর্মীরা ক্ষুব্ধ হন। তবে এই ধরনের অনুষ্ঠানে এলে জেলা সভাপতিকে জানানো উচিত ছিল। তিনি আরও জানান, এ ব্যাপারে উচ্চ নেতৃত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

# চালকের তৎপরতায় বড় দুর্ঘটনা এড়াল কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

**আপনজন:** হতেই পারতো আরও একটা বড় রেল দুর্ঘটনা। চলে যেতেই পারত বেশ কয়েকটি প্রাণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন কোনও পরিস্থিতিই তৈরি হয়নি। ট্রেন চালক তথা ট্রেনের অন্যান্য কর্মীদের তৎপরতায় বরাত জোর প্রাণে বেঁচে গেলেন বেশ কয়েকজন পথচারী। ঘটনাটি ঘটেছে চালসা-মালবাজার স্টেশনের মধ্যবর্তী একটি লেভেল ক্রসিংয়ে।জানা গেছে, শিয়ালদাগামী কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস চালসার দিক থেকে প্রচন্ড গতিতে মালবাজারের দিকে ছুটছিল। এই পথে চা বাগানের ভেতর দিয়ে বেশ কয়েকটি রেলগেট রয়েছে। এমনই একটি রেলপথ শোনগাছি চা বাগান এলাকা। দ্রুত গতিতে ছুটে আসা ট্রেন থেকে হঠাৎ চালক দেখতে পান রেল গেট নামানো নেই। অথচ সিগন্যালে সবুজ বাতি অর্থাৎ থ্রু পাস। রেল গেটের গার্ড পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে না থাকায় চালকের সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। ইমার্জেন্সি ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে দেন চালক। কিন্তু ততক্ষণে ট্রেনটি প্রায় রেলগেট ছুঁয়ে গেছে।
রেলগেট খোলা থাকায় সেই সময় প্রচুর বাইক, সাইকেল এবং ছোট গাড়ি পারাপার করছিল সেই লাইনের ওপর দিয়ে। হঠাৎ ট্রেনের হর্ণ এবং ব্রেকের শব্দে দুই পাশে দাঁড়িয়ে পড়েন পথচারীরা। ফলে বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি।
প্রত্যক্ষদর্শী আজমত আনসারী জানাচ্ছেন, 'ট্রেন টানা হর্ন না দিলে আমরা রেললাইনে উঠেই পড়তাম।'
এদিন ট্রেন থামিয়ে নেমে আসেন চালক এবং অন্যান্য কর্মীরা। রেলের ম্যানুয়ালে বলা আছে এমন পরিস্থিতিতে খোঁজ নিতে হবে গেটম্যানের। অনেক সময় অসুস্থতা বা অন্য কোনও গুরুতর কারণে গেটম্যান সিগন্যাল না দিলে এভাবেই সেই রেলকর্মীর খোঁজ নেন ট্রেনের চালক ও গার্ড। কিন্তু গেটম্যানের ঘরে ঢুকতেই অবাক সবাই। বহাল তবিয়তেই রয়েছেন তিনি। তড়িঘড়ি নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চাইতে থাকেন এই রেলকর্মী।
কিন্তু ততক্ষণে খবর পৌঁছে গেছে স্টেশন পর্যন্ত।সূত্রের খবর ,অভিযুক্ত রেলকর্মী জানিয়েছেন অন্যমনস্কতার জন্যই এই ভুলটি হয়েছে তাঁর। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেল দপ্তর। তবে দপ্তরের তরফে মুখ খুলতে রাজি হননি কেউ। তবে গেট ম্যান ভুল করলেও কি করে ওই বন্ধ না হওয়া গেটের কাছে অটোমেটিক সিগন্যাল সবুজ ছিল তা নিয়ে কিন্তু তদন্ত শুরু হয়েছে।

# নবাব সিরাজ উদ্দৌলার মৃত্যুদিনকে 'শহিদ দিবস' হিসেবে পালনের দাবি

রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর

**আপনজন:** এক গভীর ষড়যন্ত্রের ফলে ৩ জুলাই বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলার স্মরণ সমিতি এই দিনটিকে তাঁর মৃত্যু দিন কিংবা প্রয়াণ দিবস বলতে নারাজ, বরং সিরাজকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম শহিদ বলে তারা দাবি করেন। এর সপক্ষে ইতিহাসের গবেষকদের তথ্য প্রমান দিয়ে তারা এক দশকের কিছু বেশি সময় ধরে এই দিনটিকে শহিদ দিবস হিসেবে পালন করে আসছে।
বেশ কয়েক বছর যাবৎ সিরাজের মৃত্যু দিনকে শহিদ দিবশ হিসেবে পালন করে আসছে নবাব সিরাজ উদ দৌলা স্মরণ সমিতি।
মুর্শিদাবাদের খোশবাগে কবিতায়, গানে, আলোচনার মধ্য দিয়ে পালিত হল বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ- দৌলার প্রয়াণ দিবস। বুধবার, ৩ জুলাই ছিল নবাব সিরাজ-উদ- দৌলার ২৬৮ তম মৃত্যুদিন। সেই উপলক্ষে এ দিন সকাল ১১ টা নাগাদ নবাব সিরাজ উদ দৌলাহ স্মরণ সমেতির পক্ষ থেকে নবাবের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এদিনের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নবাব সিরাজ উদ দৌলাহ স্মরণ সমিতর পক্ষ এবং বিশ্বকোষ পরিষদের সদস্যবৃন্দ সহ অনেকে। এদিন শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে দাবি তোলা হয় সিরাজের সঠিক মূল্যায়ন ও তাঁর যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হোক। তবে বিশ্বকোষ পরিষদ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার প্রয়াণের এই দিনটিকে তাঁর মৃত্যুদিন কিংবা প্রয়াণ দিবস বলতে নারাজ। বরং সিরাজকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম শহিদ বলে দাবি করেন তাঁরা। তাই ৩ জুলাই সিরাজ-উদ-দৌলার প্রয়াণ দিবস'কে রাজ্যে শহিদ দিবস পালনের দাবি জানায় তারা
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ,সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান ইমরান সাহেব, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক আলিমুজ্জমান, নজরুল চর্চা কেন্দ্রের সমঋতা মল্লিক ,সাংবাদিক সংঘের বিপ্লব বিশ্বাস, ইমাম সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, কবি নওশাদ খান, স্মরণ সমিতির সভাপতি সনৎ কর সহ আরো অনেক গুণীজন ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

# গুজবে কান নয়, ভবঘুরে মহিলাকে অক্ষত উদ্ধার, ফেরানো হচ্ছে বাড়িতে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

**আপনজন:** অবশেষে হুঁশ ফিরল মানুষের। পুলিস, প্রশাসন এবং অন্যান্য সামাজিক কাজের সাথে যুক্ত সংগঠন ও কিছু মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও প্রচারের মধ্য দিয়ে মোবাইল চোর বা ছেলেধরা গুজব থেকে আপাতত মুক্তি পেয়েছে সমাজ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার ঢোষা চন্দনেশ্বর পঞ্চায়েতের ঢোষা এলাকায় এক মহিলাকে ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে দেখে বহু মানুষ।প্রশ্ন করলে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে থাকেন ওই মহিলা। বোঝা যায় ওই মহিলা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন।স্থানীয় যুবক অতনু সরদার ও নস্কর বিল্ডার্স এর মালিক দ্রুত ঐ মহিলাকে নজরে রেখে স্থানীয় জয়নগর থানা ও হ্যাম রেডিওর ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সাথে যোগাযোগ করেন । জানা যায় ঐ মহিলার নাম তাপসী ঘোষ । দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে স্বামী মনোজ ঘোষ কেরলে কোটেম এ রাজমিস্ত্রির কাজ করেছে। বৌ একাই থাকে বীরভূমের পাইকর থানার অন্তর্গত আমডোল গ্রামে। কেরলে মনোজ ঘোষ দুই বছর আগে জানতে পারেন তার বৌ বাড়ীতে নেই। দুই মেয়েরা ও তাদের জামাইরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাননি। তবে ঐ মহিলা তাঁর ঠিকানা বা নাম পরিচয় সঠিক বলতে পারেনি।ধোষা অঞ্চলের স্থানীয় মানুষই তাঁর খাবার ও দেখভাল করছেন। দ্রুতই মহিলার পরিবারকে পাওয়া গেছে ফলে এলাকার মানুষ খুবই খুশী।আর এরজন্য তাঁরা ধন্যবাদ দিয়েছে হ্যাম রেডিও ও জয়নগর থানার পুলিশকে।পরিবারের লোকেরা দ্রুত তাদের আপনজন কে নিতে আসছেন।বর্তমানে ছেলেধরা গুজবের মাঝেই স্থানীয় মানুষের চেষ্টায় হারিয়ে যাওয়া এক মহিলা ফিরে যাচ্ছে তাঁর দেশের বাড়িতে।এ ব্যাপারে ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সম্পাদক অম্বরিশ নাগ বিশ্বাস বলেন,জয়নগর এলাকার মানুষকে ধন্যবাদ জয়নগর থানা ও আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য।আমারা খুব শ্রীঘ্রই ওই মহিলাকে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেব।

## বালুরঘাটে যৌথ অভিযান পুরসভা ও পুলিশের

অমরজিৎ সিংহ রায় ●বালুরঘাট

**আপনজন:** ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে যৌথভাবে অভিযান শুরু করল বালুরঘাট পুরসভা ও পুলিশ প্রশাসন। বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের থানা মোড় থেকে শুরু হয় এই অভিযান। আগামী ১০ তারিখ পর্যন্ত এই অভিযান চলবে বলেই জানা গিয়েছে।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি নবান্নের বৈঠকে ফুটপাত দখলমুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপর থেকেই নড়েচরে বসেছে প্রশাসন। সেই মতো বালুরঘাট শহরের ফুটপাত দখল মুক্ত করতে ও শহরের পার্কিং জোন ঘুরে দেখতে যৌথভাবে অভিযান শুরু করল বালুরঘাট পুরসভা ও পুলিশ প্রশাসন।
এদিনের অভিযানে উপস্থিত ছিলেন, বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা, বালুরঘাট সদর ট্রাফিক আইসি অরুন কুমার তামাং সহ অন্যান্য পুলিশকর্মী।

## বোলপুরে রথযাত্রা ও মহরম নিয়ে প্রশাসনিক সভা

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

**আপনজন:** বুধবার বোলপুর পৌরসভা উৎসর্গমঞ্চে পৌরসভার উদ্যোগে আসন্ন রথযাত্রা ও মহরম উপলক্ষে প্রশাসনিক বৈঠক হয়। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে পৌর সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৩ সালে বোলপুর পৌরসভার অন্তর্গত পবিত্র মহরম এর তাজিয়া ও দুর্গাপুজো উদযাপনকারী কমিটি কে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থানাধিকারী কে চেক প্রদান পুষ্পস্তবক ও মিষ্টিমুখ দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মাননীয় পর্ণা ঘোষ মহাশয়া ও ভাইস চেয়ারম্যান অমর শেখ সহ বোলপুরে ওয়ার্ড কাউন্সিলরা এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা এডিপি ও (রিকি আগরওয়াল) অ্যাডিশনাল এসপি( রানা মুখার্জী), শান্তিনিকেতন থানার ওসি( কস্তুরী মুখার্জি) বোলপুর থানার আই সি (লিটন হালদার )সহ অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দ।

## ফের বাঘের আক্রমণে গুরুতর জখম

হাসান লস্কর ● কুলতলি

**আপনজন:** গত মঙ্গলবার কুলতলির বাসিন্দা হরিপদ দাস পিতা সুন্দর দাস বয়স- ৩৫ তিনজন সঙ্গী সাথিদের নিয়ে সুন্দরবনে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়ে সূয্যমনীর জঙ্গলে বাঘের আক্রমণে গুরুতর আহত হয়।
প্রথমে জয়নগর কুলতলী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে পরিস্থিতি গুরুত্ব বুঝে কোলকাতার পিজি হাসপাতালের টমা কেয়ারে পাঠানো হয়।
বাড়িতে বাবা মা স্ত্রী ও এক ১০ বছরের সন্তানকে রেখে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। ২০২৪ এ এই ছয়মাস পূর্ণ হলো সাত মাসে পা রেখেছে। এরই মধ্যে বাঘের আক্রমনে আহত ও নিহতের সংখ্যা ৯ জন হয়ে গেল। এই মৃত্যু মিছিল বন্ধ করার জন্য সরকারি বনদপ্তর ও উদাসীন। সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরাও উদ্বিগ্ন। অবিলম্বে মৎসজিবিদের অসুবিধা না করে এই মৃত্যু ও আক্রান্তের মিছিল বন্ধ করার দাবি জানালো মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

### ফেনসিডিল সহ পুলিশের হাতে ধৃত এক যুবক

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

**আপনজন:** পুলিশের নাকা চেকিংয়ে বিপুল পরিমাণে ফেনসিডিল সহ ধৃত এক যুবক ডোমকলে।
ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার ডোমকল থানার মুক্তার পুর বিলাসপুর রাস্তায় সন্ধার পরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নাকা চেকিং শুরু করে পুলিশ।তখনই একটি চারচাকা গাড়ি আটক করে তল্লাশি করলে গাড়ি থেকে ১২০০ বোতল অবৈধ কপ সিরাপ বা ফেনসিডিল উদ্ধার হয়।ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় গাড়ির চালক চাপলু শেখকে ।পুলিশ সূত্রে ধৃতের পরিচয় জানা যায় ধৃত যুবকের নাম চাপলু শেখ। বাড়ি ডোমকল থানার বর্তনাবাদ এলাকায়।
ঘটনায় ইতি মধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ এই অবৈধ কাজের সঙ্গে আর কে বা কারা জড়িত আছে।আজ সকালে ধৃতকে জেলা আদালতে তোলা হয় পুলিশি হেফাজতের আবেদন চেয়ে।যদিও পাচার কাজে ব্যবহৃত গাড়ি ও ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে।

## জামিনে মুক্তি পেলেন আরাবুল

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

**আপনজন:** অবশেষে বুধবার বারুইপুর জেল থেকে মুক্ত হলেন তৃনমুল নেতা আরাবুল ইসলাম। পাঁচ মাস পর মুক্তির স্বাদ পেলেও, আজ যখন আরাবুল বাইরে এলেন দেখা গেল চেহারা ভগ্নপ্রায়। তাকে স্বাগত জানানোর জন্য চিল অনুগামীদের ভিড়। তাদের দেখে আবেগতাড়িত হয়ে আরাবুল বলেন, 'আমি অসুস্থ। সুস্থ হলে ভাঙড়ের মিডিয়াকে ডেকে সব কথা বলব। কেউ ভাঙড় কেড়ে নিতে পারে না। আমি নির্বাচিত প্রতিনিধি।'
পাশাপাশি দলের উচ্চ নেতৃত্বের প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'লোকসভায় যে ফল হয়েছে, তাতে আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে আবার রাজ্যে তৃণমূলের ক্ষমতায় আসা নিশ্চিত।' তবে শওকাত মোল্লা নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য না করে অনুগামীদের নিয়ে কনভয় করে ভাঙড়ের দিকে রওনা হন আরাবুল।

# লোকপুর পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন তৃণমূলের

সেখ রিয়াজউদ্দিন ● বীরভূম

**আপনজন:** লোকপুর অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বুধবার লোকপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।
এদিন লোকপুর অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিল সহযোগে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে জমায়েত হয়ে তাদের দাবি দাওয়া সম্বলিত শ্লোগান তুলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন।যদিও ডেপুটেশন ঘিরে লোকপুর থানার পক্ষ থেকে আগে ভাগেই বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে।ডেপুটেশনে দাবি সমূহের মধ্যে ছিল পানীয় জলের সুব্যবস্থা,এলাকার নর্দমা পরিষ্কার করা, ১০০ দিনের কাজ শুরু করা, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের কাজ ত্বরান্বিত করা, সঠিক সময়ে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস খোলা বা কাজ করা এবং কর্মচারীদের নিয়মিত উপস্থিতি, জনগণের সঠিক পরিষেবা প্রদান, স্বচ্ছ ভারত মিশনের তথ্য প্রকাশ করা, আবাস যোজনা, বার্ধক্য ভাতা প্রভৃতি। মিছিল ও ডেপুটেশনের নেতৃত্বে ছিলেন খয়রাসোল ব্লক তৃনমূল কংগ্রেস কোর কমিটির দুই সদস্য উজ্জ্বল হক কাদেরী ও কাঞ্চন দে। ডেপুটেশন কর্মসূচি সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে বিস্তারিত বিবরণ দেন লোকপুর অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের আহ্বায়ক দীপক শীল।

# গ্রামের মূল প্রবেশের রাস্তা জলমগ্ন, বিপাকে মানিকচকের গ্রামবাসীরা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

**আপনজন:** গ্রামের প্রবেশের মূল রাস্তা কাদা এবং জলমগ্ন। ফলে বিভিন্ন রকম অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। রাস্তার দাবি তুললেন গ্রামবাসীরা। মালদার মানিকচকের নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গোবিন্দপুর মুচিপাড়া এলাকার ঘটনা। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে দ্বারস্থ হয়ে হয়নি সুরাহা। জানা গেছে, গোবিন্দপুর এলাকার মুচিপাড়া গ্রামে শতাধিক মানুষের বসবাস। অল্প বৃষ্টিপাত ফলে গ্রামে প্রবেশের মূল রাস্তায় জমেছে জল সাথে কাদা। ফলে যাতায়াতের অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। জমে থাকা জল বহুদিন থাকলে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ বাড়ছে মশার উপদ্রব দাবি স্থানীয় গ্রামবাসীদের। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে রাস্তার দাবিতে দ্বারস্থ হয়েও এখনো পর্যন্ত হয়নি রাস্তা। ফলে এক প্রকার ক্ষোভে খুঁজছেন স্থানীয় লোকজন। পাকা রাস্তার দাবি তুলছেন গ্রামবাসীরা।

## প্রথম নজর

# প্রথম শীর্ষ নারী বিচারপতি পেল লাহোর হাইকোর্ট

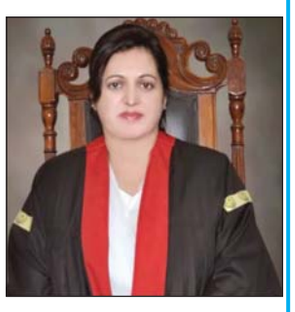

**আপনজন ডেস্ক:** পাকিস্তানের লাহোর হাইকোর্টে শীর্ষ বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিচারপতি আলিয়া নীলম। তার এই নিয়োগের মাধ্যমে এই প্রথম কোনো নারী শীর্ষ বিচারপতি পেলো লাহোর হাইকোর্ট। এক প্রতিবেদনে এমনটি জানিয়েছে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও টিভি।

মঙ্গলবার (২ জুলাই) পাকিস্তানের আইন ও বিচার মন্ত্রণলয়ের অধীন সংস্থা জুডিশিয়ালি কমিশন অব পাকিস্তানের (জেসিপি) বৈঠকে লাহোর হাইকোর্টের শীর্ষ বিচারপতি হিসেবে আলিয়া নীলমকে নিয়োগ দানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধান বিচারপতি কাজি ফায়েজ ইসা। বৈঠকে আলিয়া নীলমের নাম প্রস্তাব করেছিলেন কাজী ফায়েজ ইসা নিজেই। তার চেয়ে যোগ্য অপর কোনো প্রার্থী না থাকায় প্রধান বিচারপতির এই প্রস্তাব মেনে নেন জেসিপির অন্যান্য সদস্যরা। লাহোর হাইকোর্টের জ্যেষ্ঠ বিচারপতিদের তালিকায় আলিয়া নীলম তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। তার সামনে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন যথাক্রমে বিচারপতি মালিক শেহজাদ আহমেদ খান এবং বিচারপতি শহীদ বিলাল হাসান। দুজনই সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। আলিয়ার আগে লাহোর হাইকোর্টের শীর্ষ বিচারপতি ছিলেন মালিক শেহজাদ আহমেদ খান। বিচারপতি আলিয়া নীলমের জন্ম পাঞ্জাবে, ১৯৬৬ সালের ১২ নভেম্বর। ১৯৯৫ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি পাসের পরের বছর থেকে লাহোর হাইকোর্টের আইনজীবী হিসেবে পেশাগত ক্যারিয়ার শুরু করেন তিনি। ২০০৮ সালে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে নথিভুক্ত হন বিচারপতি আলিয়া। কয়েক বছর সেখানে কাটানোর পর জুনিয়র বিচারপতি হিসেবে ২০১৩ সালে ফের লাহোর হাইকোর্টে যোগ দেন। এলএলবি'র পাশাপাশি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর এবং আইন ও বিচার সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি রয়েছে তার। ২০১৩ সালে লাহোর হাইকোর্টে বিচারপতি হিসেবে যোগদানের পর থেকে ফৌজাদি, দেওয়ানি ও সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত বহু মামলার বিচার পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। এছাড়া নারী ও শিশুর ওপর সহিংসতা সংক্রান্ত বেশ কিছু মামলার বিচারকাজে নেতৃত্ব দেওয়ার কৃতিত্ব তার রয়েছে।

# ইসরায়েলকে কড়া হুঁশিয়ারি রাশিয়ার

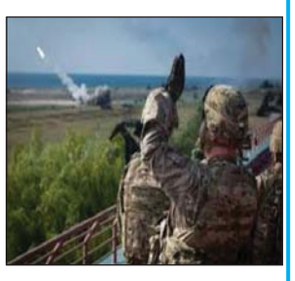

**আপনজন ডেস্ক:** ইউক্রেনকে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা সিস্টেম প্রদান নিয়ে ইসরায়েলকে হুমকি দিয়েছে রাশিয়া। জাতিসংঘে নিযুক্ত রাশিয়ার দূত ভাসিলি নেবেনজিয়া বলেছেন, ইসরায়েল যদি সত্যিই ইউক্রেনকে এই সমরাস্ত্র প্রদান করে, তাহলে গুরুতর পরিণতি ভোগ করতে হবে বিশ্বের একমাত্র এই ইহুদি রাষ্ট্রকে। খবর রয়টার্স, আরটি ও এনডিটিভির। ৩০ বছরেরও বেশি সময় আগে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে আটটি প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা সিস্টেম কিনেছিল ইসরায়েল। এই সিস্টেমগুলোর সবই এম ৯০১ পিএসি-২ ব্যাটারি মডেলের। গত এপ্রিল মাসে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষণা দেয় যে পুরোনো হয়ে যাওয়ায় এই সমরাস্ত্রগুলো আর ব্যবহার করবে না দেশটির সেনাবাহিনী। এগুলোর স্থানে আনা হবে নতুন আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঘোষণার পর এই প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা সিস্টেমগুলো ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে প্রদানের জন্য অনুরোধ জানায় কিয়েভ। এই ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল ও ইউক্রেনের মধ্যে সম্প্রতি কয়েক দফা আলোচনাও হয়েছে। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যভিত্তিক দৈনিক ফিন্যান্সিয়াল টাইমস এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পুরোনো এই আটটি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা সিস্টেম প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাবে ইসরায়েল, তারপর সেখান থেকে সেগুলো ইউক্রেনে পাঠানো হবে। সোমবার জাতিসংঘের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর সংস্থা নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে এ ব্যাপারটি তোলেন ভাসিলি নেবেনজিয়া। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ইউক্রেনে যে কেউ যত শক্তিশালী অস্ত্রেই পাঠাক না কেন তা ধ্বংস হবে। গত দুই বছরে ইউক্রেনে অনেক শক্তিশালী অস্ত্র পাঠিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমা মিত্ররা। সেগুলোর প্রায় সবই ধ্বংস হয়েছে।' 'আর একটি কথা আমি বলব, যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের বাইরে কোনো নতুন রাষ্ট্র যদি ইউক্রেনকে অস্ত্র সহায়তা দেয়, সেক্ষেত্রে তার পরিণতি গুরুতর হবে।' ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ইউক্রেনে বিশেষ সামরিক অভিযান শুরু করে রুশ সেনাবাহিনী, যা এখনো চলছে।

# ফ্রান্সে ডানপন্থীদের উত্থানে আতঙ্কে মুসলমানরা

**আপনজন ডেস্ক:** ফ্রান্সে মারিন লে পেনের কট্টর ডানপন্থী দল ন্যাশনাল র‍্যালির (আরএন)-এর পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রথম ধাপের ভোটে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পর মুসলমানদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেকেই নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত। ২২ বছর বয়সী ফাতিমাতা বলেন, আমার মনে হচ্ছে ফরাসি জনগণ আমার সঙ্গে বেইমানি করছে। ফাতিমাতা হিজাব পরে করেন এবং মৌরিতানীয় ও সেনেগালীয় অভিবাসী বাবা-মায়ের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন।

লে পেনের দল ফ্রান্সের অভিবাসী সম্প্রদায়কে প্রায় সময় আক্রমণ করে বক্তব্য দিয়ে আসছে। তিনি প্যারিসের উপকণ্ঠের দরিদ্র অঞ্চলগুলোতে বড় হয়েছেন। অঞ্চলটিতে অভিবাসী ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস।

লে পেন জনসমক্ষে হিজাব নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন। ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে লে পেনের উত্তরসূরি জর্ডান বারডেলা এগিয়ে রয়েছেন। তিনি বলেছেন, পর্দা একটি বৈষম্যের হাতিয়ার। প্যারিসের উত্তরাঞ্চলের জনবহুল ব্যানলিউকের 'ইসলামিকরণ'-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন এবং তার দল ক্ষমতা পেলে দ্বৈত নাগরিকদের কিছু 'কৌশলগত' রাষ্ট্রীয় কাজে নিষিদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

২৫ বছর বয়সী ইলিয়াস বলেন, ন্যাশনাল র‍্যালি ক্ষমতায় এলে অনেক মুসলিম ফ্রান্স ছাড়ার কথা ভাবছেন। তবে আমরা যদি সবাই চলে যাই, কে প্রতিরোধ করবে? আলজেরিয়ান বংশোদ্ভূত ছাত্র তিজিরি মেসাউডেন ন্যাশনাল র‍্যালির নীতির কারণে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত। তিনি বলেন, দ্বৈত নাগরিকদের কৌশলগত পদে চাকরি না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আমার পড়াশোনার কোনো দামই রাখবে না।

রোববার প্রথম ধাপের ভোটগ্রহণের পর ফরাসি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সোমবার ফলাফল ঘোষণা করে। ন্যাশনাল র‍্যালি পেয়েছে ৩৩ শতাংশ ভোট, বামপন্থী নিউ পপুলার ফ্রন্ট পেয়েছে ২৮ শতাংশ, আর ম্যাক্রোঁর এনসেম্বল অ্যালায়েন্স পেয়েছে ২০ শতাংশ। ন্যাশনাল র‍্যালি দলটি অভিবাসনবিরোধী ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমালোচক হিসেবে পরিচিত। দলটির নেতৃত্বে রয়েছেন মেরিন লে পেনের শিষ্য জর্দান বারদেলা। ফ্রান্সের পার্লামেন্টে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ৫৭৭ আসনের মধ্যে ২৮৯ আসন প্রয়োজন। দ্বিতীয় ধাপের ভোট হবে ৭ জুলাই। ন্যাশনাল র‍্যালির সরকার গঠন ঠেকাতে ম্যাক্রোঁকে অন্যান্য দলের সঙ্গে জোট গঠনের চেষ্টা করছেন।

# দক্ষিণপন্থীদের হারাতে নতুন কৌশল ফ্রান্সে

**আপনজন ডেস্ক:** ফ্রান্সে প্রথম পর্বের নির্বাচনে ৩১.৪ শতাংশ ভোট পেয়ে শক্তিশালী জায়গায় অতি দক্ষিণপন্থী দল আরএন। এই পরিস্থিতিতে আগামী রবিবার সেখানে দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত পর্বের ভোট হবে। এই ভোটই নিশ্চিত করবে পার্লামেন্টে কারা ক্ষমতায় আসবে। এই পরিস্থিতিতে অতি দক্ষিণপন্থীদের হারাতে জোটবদ্ধ হচ্ছে ফ্রান্সের বিরোধী শক্তি। বামপন্থী ও মধ্যপন্থী দলগুলো একত্র হয়ে অঘোষিতভাবে একটি রিপাবলিকান জোট তৈরি করেছে। সেই জোটকে শক্তিশালী করতে ও ভোট সংঘবদ্ধ করতে প্রায় ২০০ প্রার্থী নিজেদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তারা চান, দক্ষিণপন্থীবিরোধী ভোট একই জায়গায় যাক।

প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁর মধ্যপন্থী দল ও বামপন্থীরা একত্রভাবে ৩৩ শতাংশ ভোট পেয়েছে প্রথম পর্বে।

তাদের আশা দ্বিতীয় পর্বে এর চেয়েও বেশি ভোট পেয়ে তারা পার্লামেন্টে নিম্নকক্ষের ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখতে পারবে। এখনো পর্যন্ত ২১০ জন ম্যাখোঁপন্থী ও বামপন্থী প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন। তারা ভোট সংঘবদ্ধ করার জন্যই এই কৌশল নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

ফরাসি পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে আসন সংখ্যা ৫৭৭।

সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ২৮৯টি আসন। প্রথম পর্বের ভোটের পর বুথ ফেরত সমীক্ষা দেখিয়েছে, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও তার ধারেকাছে আছে দক্ষিণপন্থী আরএন। তারাও ছোট ছোট দলগুলোর সঙ্গে জোট তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে।

এর আগে আরএনের ঝুলিতে ছিল মাত্র ১৪ শতাংশ ভোট। রাতারাতি সেই সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়ে ফেলেছে তারা।

প্রথম রাউন্ডের নির্বাচনে ৭৬ জন প্রার্থী ইতিমধ্যে নির্বাচিত হয়েছেন। এদের অধিকাংশই অতি দক্ষিণপন্থী বা অতি বামপন্থী। বাকি ৫০১টি আসনের ভাগ্য নির্ধারিত হবে রবিবার। সেখানে একেকটি আসনে তিন বা চারজন করে প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। ভোট ভাগাভাগি কমাতে ওই আসনগুলো থেকেই মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন ২১০ জন প্রার্থী। তারা চাইছেন, তাদের ভোটও দক্ষিণপন্থী বিরোধী শিবিরে যাক।

বুথ ফেরত সমীক্ষায় দক্ষিণপন্থীরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও তার খুব কাছাকাছি থাকছে। এই পরিস্থিতিতে তাদের নেতা লা পেন জনগণের কাছে আরো বেশি সমর্থনের আরজি জানিয়েছেন।

যদি কোনোভাবে দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতায় চলে আসেন, তাহলে এক আশ্চর্য পরিস্থিতি তৈরি হবে ফ্রান্সে। মধ্যপন্থী প্রেসিডেন্ট ম্যাখোঁর সঙ্গে সমঝোতা করে সরকার চালাতে হবে তাদের। কারণ, ম্যাখোঁর সময় শেষ হবে ২০২৭ সালে।

এদিকে বুথ ফেরত সমীক্ষার ফালফল সামনে আসার পর ফ্রান্সজুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। রাস্তায় নেমে দক্ষিণপন্থীদের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন প্রতিবাদীরা। তাদের বক্তব্য, দক্ষিণপন্থীরা জিতে গেলে ফ্রান্সের মূল স্পিরিটটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

# গাজায় যুদ্ধবিরতি চান ইসরায়েলি জেনারেলরা

**আপনজন ডেস্ক:** ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে উপেক্ষা করে গাজায় যুদ্ধবিরতি চান ইসরায়েলি জেনারেলরা। তারা বিশ্বাস করেন– হামাসের হাতে থাকা আরো প্রায় ১২০ জিম্মিদের মুক্ত করার জন্য এই যুদ্ধবিরতি জরুরি। এছাড়া উত্তরে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহকে দমনের ক্ষেত্রেও গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রয়োজন বলে মনে করেন তারা। ইসরায়েলের সাবেক ও বর্তমান ৬ সেনা কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস। তবে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এখনই গাজায় যুদ্ধবিরতি দিতে চান না। ধারণা করা হচ্ছে, এ নিয়ে সামরিক বাহিনী এবং নেতানিয়াহুর মধ্যে আগামী দিনগুলোতে বিভেদ আরো বাড়বে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর একাধিক সেনা কর্মকর্তা জানান, তারা মনে করেন লেবাননের হিজবুল্লাহ বাহিনীর বিরুদ্ধে স্থল যুদ্ধ শুরু হলে, তাদের বাহিনীর প্রস্তুতির জন্য সময় লাগবে। কেননা তাদের বাহিনী, এখন বিগত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘতম যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত নয় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক সেনা কর্মকর্তা জানান, হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির ফলে হিজবুল্লাহর সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোও সহজ হতে পারে। কারণ হিজবুল্লাহ বলেছে, গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল যুদ্ধ বন্ধ না করা পর্যন্ত তারা ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে হামলা চালিয়ে যাবে।

জেনারেল স্টাফ ফোরাম নামে পরিচিত ইসরায়েলের সামরিক নেতৃত্ব প্রায় ৩০ জন সিনিয়র জেনারেলের সমন্বয়ে গঠিত। এর মধ্যে রয়েছেন সামরিক প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হার্জি হালেভি। তিনি সেনা, বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনীর কমান্ডার এবং সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানও। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরেই একটি গুজব ভেসে বেড়াচ্ছে যে–এমনটা না হলে জেনারেল হালেভির পদত্যাগ করতে পারেন। অবশ্য এ বিষয়ে নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে, ইসরায়েলের সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ইয়াল হুলাতা বলেছেন, 'সেনাবাহিনী জিম্মি চুক্তি ও যুদ্ধবিরতিকে পূর্ণ সমর্থন করছে। তিনি আরো বলেন, গাজায় যুদ্ধবিরতি লেবাননে উত্তেজনা হ্রাসের সম্ভাবনা বাড়াবে এবং হিজবুল্লাহর সঙ্গে একটি সম্ভাব্য বৃহত্তর সংঘাতের ক্ষেত্রে প্রস্তুত হওয়ার পর্যাপ্ত সময় দেবে। এদিকে দেশটির জেনারেলরা গাজায় যুদ্ধবিরতি চাইলেও সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহু যুদ্ধ শেষ করার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার মতে এতে হামাস ফের শক্তি সঞ্চয় করবে। এছাড়া তিনি যুদ্ধবিরতিতে রাজি হলে তার জোট ভেঙে যেতে পারে।

# বাইডেনের গাজা নীতির প্রতিবাদে ১২ মার্কিন কর্মকর্তার পদত্যাগ

**আপনজন ডেস্ক:** মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের গাজা নীতির প্রতিবাদে এ পর্যন্ত ১২ জন মার্কিন কর্মকর্তা পদত্যাগ করেছেন। মঙ্গলবার (৩ জুলাই) তুর্কি বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সির এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের গাজা নীতির প্রতিবাদে ১২ জন মার্কিন কর্মকর্তা পদত্যাগ করেছেন। তারা অভিযোগ করেছে, চলমান গাজা যুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের হত্যা ও অনাহারে বাইডেন প্রশাসন জড়িত রয়েছে।

মঙ্গলবার প্রকাশিত এক যৌথ বিবৃতিতে তারা বলেন, 'আমেরিকার কূটনৈতিক আশ্রয় এবং ইসরাইলকে ক্রমাগত অস্ত্র সরবরাহ গাজায় অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনিদের হত্যা এবং জোরপূর্বক অনাহারে রাখায় আমাদের অনস্বীকার্য জড়িত থাকাকে নিশ্চিত করে।

কিন্তু গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরাইল-হামাস যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে পদত্যাগের নজিরবিহীন ঢেউ এখনো গাজা সঙ্কান্ত মার্কিন নীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারেনি। কারণ ব্যাপক বেসামরিক মৃত্যুর পরও ইসরাইলে মার্কিন তৈরি অস্ত্রের প্রবাহ অব্যাহত রয়েছে। এটি আমেরিকার বৈশ্বিক অবস্থানকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# অস্ত্র বিক্রিতে নতুন রেকর্ড গড়ার পথে জার্মানি

**আপনজন ডেস্ক:** ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ আর সৌদি আরবে বিক্রি বাড়ায় চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসেই জার্মানির অস্ত্র রফতানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭.৪৮ বিলিয়ন ইউরো, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩০ শতাংশ বেশি। রোববার দেশটির অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানিয়েছে এই তথ্য। চলতি বছরের পহেলা জানুয়ারি থেকে ১৮ জুনের মধ্যে জার্মান সরকার অন্তত ৭.৪৮ বিলিয়ন ইউরোর অস্ত্র রফতানি অনুমোদন করেছে। গত ১৮ জুন নাগাদ আগের বছরের তুলনায় অস্ত্র রফতানির পরিমান ৬০ শতাংশে পৌঁছেছে। যদি এই ধারা অব্যাহত থাকে তাহলে চলতি বছর অস্ত্র বিক্রিতে নতুন রেকর্ড গড়বে ইউরোপের দেশটি।

জার্মানির অস্ত্র রফতানির পরিমান গতবছরও সর্বকালের সব রেকর্ড অতিক্রম করেছিল। সেবছর ১২.২ বিলিয়ন ইউরোর অস্ত্র বিক্রি করে দেশটি। মূলত ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার কারণে অস্ত্র বিক্রির এই পরিমাণ বেড়ে যায়। এরমধ্যে ৬.৪৪ বিলিয়ন ইউরোর মতো ছিল সমরাস্ত্র এবং ৫.৭৬ বিলিয়ন ইউরোর ছিল অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে ওলাফ শুলজের জোট সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় অবশ্য ঘোষণা দিয়েছিল যে অস্ত্র রফতানি সংযত করা হবে। বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং ন্যাটো সদস্য নয় এমন দেশেরক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য হবে। জার্মানির সামাজিক গণতন্ত্রপন্থী দল এসপিডি, পরিবেশবান্ধব গ্রিন পার্টি এবং ব্যবসাবান্ধব উদার গণতন্ত্রী দল এফডিপির গড়া জোট সরকার অস্ত্র রফতানিতে নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার আনার পরিকল্পনা করেছিল। শুলজ সরকার ক্ষমতা নেয়ার কয়েক মাস পর রাশিয়ার ট্যাংক ইউক্রেনে প্রবেশ করে। ফলে অস্ত্র রপ্তানির উপর আরো নিয়ন্ত্রণ আরোপের জার্মানির পরিকল্পনা বাক্সবন্দি হয়। নতুন প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর দুই-তৃতীয়াংশ অস্ত্রই ইউক্রেনে রপ্তানি করা হয়েছে। এবছর ইতোমধ্যে ৪.৮৮ বিলিয়ন ইউরোর অস্ত্র ইউক্রেনে পাঠিয়েছে শুলজ সরকার। ইউক্রেন-রাশিয়া সংঘাতের প্রথম বছরে বার্লিন কিয়েভে ২.২৪ বিলিয়ন ইউরোর অস্ত্র রপ্তানি অনুমোদন করে। এরমধ্যে আকাশ সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং ভারী কামান অন্তর্ভুক্ত ছিল। গত বছর ইউক্রেনে রপ্তানির পরিমান বাড়িয়ে ৪.৪ বিলিয়ন ইউরো করা হয়, এর মধ্যে লেপার্ড দুই ব্যাটল ট্যাংক অন্তর্ভুক্ত ছিল।

**সেহেরী ও ইফতারের সময়**

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.৩০ মি.

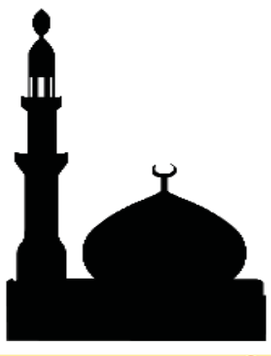

**নামাজের সময় সূচি**

| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| ফজর | ৩.২৪ | ৪.৫৬ |
| যোহর | ১১.৪৫ | |
| আসর | ৪.১৮ | |
| মাগরিব | ৬.৩০ | |
| এশা | ৭.৫১ | |
| তাহাজ্জুদ | ১০.৫৭ | |

# এবার ৩ দেশের চার জাহাজে হামলা চালালো হুতি

**আপনজন ডেস্ক:** গাজা যুদ্ধে সম্পৃক্ত তিন দেশ ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের চারটি জাহাজকে লক্ষ্যবস্তু করে হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনের প্রতিরোধ যোদ্ধাদল হুতি। লোহিত সাগর, আরব সাগর, ভূমধ্যসাগর ও ভারত মহাসাগরে এসব হামলা হয়েছে। সোমবার (২ জুলাই) এসব হামলা চালানোর দাবি করেছে ইরানপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠীটি।

# মালিতে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের ভয়াবহ হামলা, নিহত ৪০

**আপনজন ডেস্ক:** পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে অজ্ঞাত সশস্ত্র ব্যক্তিদের হামলায় প্রায় ৪০ জন নিহত হয়েছে। সোমবার মোপ্তি অঞ্চলের ডিজিগুই বোম্বো গ্রামে এই হামলার ঘটনা ঘটে। এই অঞ্চলটিতে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো বহু বছর ধরে সক্রিয় রয়েছে।

ব্যাঙ্কাসের মেয়র মৌলেয়ে গুইন্দো বলেছেন, অত্যন্ত গুরুতর আক্রমণ হয়েছে, সশস্ত্র লোকেরা গ্রামটি ঘিরে ফেলে এবং লোকজনকে গুলি করতে শুরু করে। তিনি মৃতের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলতে সক্ষম হননি, তবে দুই স্থানীয় কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, হামলায় প্রায় ৪০ জন নিহত হয়েছেন। একজন কর্মকর্তা বলেছেন, এটি ছিল গণহত্যা, হামলার আগে সন্ত্রাসীরা গ্রামটি ঘিরে ফেলে, সেখানে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছিল... হামলার ঘটনায় সেখানে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, কিছু লোক পালিয়ে যেতেও সক্ষম হয়, কিন্তু অনেককে হত্যা করা হয়েছে, নিহতদের বেশিরভাগই পুরুষ।

মালির কর্মকর্তারা অবশ্য হামলাকারীদের শনাক্ত করেননি এবং কোনো গোষ্ঠী এখনো এই হামলার দায় স্বীকার করেনি।

এছাড়া এ বিষয়ে পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটির সেনাবাহিনীর মুখপাত্রের বক্তব্য পাওয়া সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গত, মূলত মালির উত্তর ও মধ্যাঞ্চলীয় বেশ কয়েকটি অঞ্চলের মধ্যে এই এলাকাটিও রয়েছে যেখানে আল কায়েদা এবং ইসলামিক স্টেটের সাথে যুক্ত সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সক্রিয় রয়েছে।

# ইসরাইলি হামলার হুমকি; বাড়ি-ঘর ছেড়ে যাচ্ছে ফিলিস্তিনের খান ইউনিসবাসীরা

**আপনজন ডেস্ক:** ইসরাইলি সেনাবাহিনীর বাড়িঘর খালি করার নির্দেশের মুখে গাজার পূর্বাঞ্চলীয় দ্বিতীয় শহর খান ইউনিস ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে শুরু করেছে ফিলিস্তিনিদের। প্রত্যক্ষদর্শীরা রাতভর এবং সকালেও খান ইউনিসের আশপাশে একাধিক ইসরাইলি হামলার কথা জানিয়েছেন। ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট এবং এক চিকিৎসাকর্মী এসব হামলায় আটজন নিহত ও ৩০ জনের বেশি আহত হওয়ার কথা জানিয়েছে। খবর আলজাজিরা ও রয়টার্সের। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, ওই এলাকার ইউরোপীয়ান গাজা হাসপাতাল থেকে পালাচ্ছে রোগী ও চিকিৎসাকর্মীরা। রেড ক্রস রোগীদের অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরে সহায়তা করছে। আলজাজিরা আরও জানিয়েছে, হাসপাতালটিতে মাত্র তিনজন রোগী রয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি রিক। ইসরাইল অধিবাসী এবং বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের নগরীর পশ্চিম দিকে সরে যেতে বলেছে। তবে অধিবাসী এবং আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থাগুলো বলছে, অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডে কোথাও যাওয়ার নিরাপদ জায়গা নেই। খান ইউনিসের বেশিরভাগ এলাকাই এ বছরের শুরুর দিকে হামাসের বিরুদ্ধে ইসরাইলের হামলায় ধ্বংস হয়ে গেছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৭৯ সংখ্যা, ২০ আষাঢ় ১৪৩১, ২৭ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

## ক্ষমতা

সদ্য সমাপ্ত ইউরোপীয় পার্লামেন্টের নির্বাচনে বুথফেরত জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, উগ্র ডানপন্থিদের নিকট শোচনীয় পরাজয় বরণ করিয়াছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ। ইহার পর গতকাল আকস্মিক এক ঘোষণায় ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ভাঙিয়া দিয়া আগামী ৩০ জুন ও ৭ জুলাই দুই দফায় দেশটিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন তিনি। বুথফেরত জরিপ প্রকাশের পর এক ভাষণে উগ্র ডানপন্থি নেতা জর্ডান বারডেলা ম্যাক্রঁকে ফরাসি পার্লামেন্ট ভাঙিয়া দেওয়ার আহ্বান জানাইয়া দুই দলের ভোটের ব্যবধানকে ‘প্রেসিডেন্টের জন্য হতাশাজনক’ বলিয়া অভিহিত করেন। এমন বক্তব্যের মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ম্যাক্রঁ উক্ত ঘোষণা দেন, যখন প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাহার মেয়াদ আরো তিন বছর বাকি রহিয়াছে। গণতন্ত্রের প্রকৃত সৌন্দর্য মূলত এইখানেই, যাহা আমরা বিশেষ করিয়া উন্নত বা অগ্রসরমাণ বিশ্বে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। এই বাস্তবতা ম্যাক্রঁ নিজেও জানেন, কিন্তু তাহার পরও দেশ ও জাতির রায়ই তাহার নিকট শেষ কথা। জাতির উদ্দেশে ম্যাক্রঁ বলিয়াছেন, ‘আমার সিদ্ধান্তটি গুরুতর। কিন্তু ইহার মাধ্যমে আমাদের গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা এবং সার্বভৌম জনগণের মতামত প্রকাশের বিষয়টির প্রতিফলন ঘটিল। ইহাকে আমি জাতির জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা বলিয়া মনে করি।’ ম্যাক্রঁ বলিয়াছেন, ‘আমি আপনাদের ভোটাধিকারের মাধ্যমে আপনাদের সংসদীয় ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়াছি।’ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মূলত জনগণের ভোটাধিকার তথা জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। আর এই জনমত যাচাইয়ের প্রধান নিয়ামক হইল অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। এই সংস্কৃতি প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে অনেক রাষ্ট্রে–যেমন ব্রিটেনে। বিতর্ক ও সমালোচনার মুখে মাত্র ৪৫ দিনের মাথায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাসকে পদত্যাগ করিতে দেখা গিয়াছে। তাহার পূর্বে তেরেসা মে ও বরিস জনসনও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাহাদের মেয়াদপূর্তির পূর্বেই বিতর্কের পর পদত্যাগ করেন বা করিতে বাধ্য হন। সারকথা হইল, ২০১৯ সালের পর হইতে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক পর্যন্ত মাত্র চার বছরের মধ্যে চার জন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব পালন করিয়াছেন, কিন্তু শুধু জনগণের ম্যান্ডেটকে শ্রদ্ধা করিয়াই তিন জন স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়াছেন। অর্থাত্ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং মূল্যবোধ সমুন্নত রাখিবার প্রশ্নে তাহারা আপস করেন নাই। যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই তাহারা ক্ষমতা হইতে সরিয়া গিয়াছেন; কেহই ক্ষমতা আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবার ইচ্ছা পোষণ করেন নাই। গণতন্ত্রের আসল শিক্ষা ইহাই। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর একবিংশ শতাব্দীর প্রতিযোগিতার যুগে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা হিসাবে ‘গণতন্ত্র’ নবযাত্রা শুরু করে। বর্তমান সময়ের ন্যায় আগামী দিনগুলির জন্যও গণতন্ত্র সবচাইতে জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা, যাহা লইয়া সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। তবে সাম্প্রতিক বত্সরগুলিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান সংকট অধিক দৃষ্টিগোচর হইতেছে। বিগত এক দশকে বিশ্ব জুড়িয়া বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ যেন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! অনেক দেশেই জটিল রূপ নিয়াছে গণতন্ত্রচর্চার প্রেক্ষাপট। গণতন্ত্র বা জনগণের শাসন বলিতে যাহা বোঝায়, এই সকল দেশে তাহা প্রায়ই উপেক্ষিত হইতেছে। বরং গণতন্ত্রের নামে এই সকল ভূখণ্ডে স্থান করিয়া নিয়াছে চরম স্বেচ্ছাচারিতা, গণবিরোধিতা, কর্তৃত্ববাদ, রাজনৈতিক সহিংসতা ও আত্মপূজাসহ নানাবিধ বিষয়, যাহা সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্রবিরোধী প্রবণতা। সরকারগুলির এহেন গণতন্ত্রমনস্কতার অভাব ও আত্মকেন্দ্রিকতা তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের সম্মুখে মারাত্মক সংকট দাঁড় করাইয়া দিতেছে। কতিপয় আদর্শ গণতন্ত্রিক দেশও এই তালিকার বাহিরে নহে। উগ্র রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে এই সকল দেশে গণতান্ত্রিক স্পেস ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। গণতন্ত্রপ্রিয় ও শান্তিকামী মানুষের জন্য এই প্রবণতা দুশ্চিন্তার কারণ বটে। ‘ডেমোক্রেসি ইজ আ স্টেট অব মাইন্ড’ তথা গণতন্ত্র মানসিক ব্যাপার–গণতন্ত্রের আধুনিক সংজ্ঞা ইহাই। জনগণের স্বার্থই এইখানে প্রধান ও প্রথম। যদিও উন্নয়নশীল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইহার চর্চা নাই। সেইখানকার ক্ষমতাসীনরা সীমাহীন অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও চরম বিতর্ক-সমালোচনা এবং কঠিন আন্দোলন, সংগ্রাম, রক্তারক্তির পরও ক্ষমতা আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে চাহেন। ইহা জনগণের শাসন তথা গণতন্ত্রের পথে যে বড় অন্তরায়, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

# মোদি আছেন মোদিতেই

**এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে, নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা না মিললেও শরিকদের ওপর নির্ভরতা বাড়লেও তৃতীয় দফাতেও নরেন্দ্র মোদি চলবেন তাঁর নিজস্ব ঢঙে। যেভাবে ১০টা বছর দাপিয়ে রাজত্ব করেছেন, কারও কোনো ওজর-আপত্তি কানে তোলেননি, এখনো সেভাবেই চলবেন। আপসের রাস্তায় হাঁটবেন না। অথচ ভাবা হয়েছিল অন্য রকম। সেই ভাবনা যে অহেতুক ছিল, তা-ও নয়। গড়গড়িয়ে চলা বিজয়রথ ২৭২ থেকে ৩২ ধাপ দূরে থমকে গেলে অমন ভাবনার উদয় হওয়াই স্বাভাবিক। লিখেছেন সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়...**

এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে, নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা না মিললেও শরিকদের ওপর নির্ভরতা বাড়লেও তৃতীয় দফাতেও নরেন্দ্র মোদি চলবেন তাঁর নিজস্ব ঢঙে। যেভাবে ১০টা বছর দাপিয়ে রাজত্ব করেছেন, কারও কোনো ওজর-আপত্তি কানে তোলেননি, এখনো সেভাবেই চলবেন। আপসের রাস্তায় হাঁটবেন না। অথচ ভাবা হয়েছিল অন্য রকম। সেই ভাবনা যে অহেতুক ছিল, তা-ও নয়। গড়গড়িয়ে চলা বিজয়রথ ২৭২ থেকে ৩২ ধাপ দূরে থমকে গেলে অমন ভাবনার উদয় হওয়াই স্বাভাবিক।

মনে করা হচ্ছিল, নীতীশ কুমার ও চন্দ্রবাবু নাইডুরা শরিক হিসেবে চাপের রাজনীতি শুরু করবেন। অন্যরাও তাঁদের মতো করে পেশি দেখাবেন। সবাই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় পাওয়ার গোঁ ধরবেন। অথচ কী দেখা গেল? অমিত শাহকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করা যাবে না বলে কেউ গোঁ ধরলেন না। এটা চাই ওটা চাই বলে ধরনা দিলেন না। যেটুকু দেওয়া হলো, সবাই বিনা বাক্যে সেই পাওনা নিয়ে চুপ থাকলেন। নরেন্দ্র মোদি এতটুকুও নুইলেন না। সব গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় বিজেপিরই রইল। বোঝাই গেল না, মোদির ৫৬ ইঞ্চি ছাতি চুপসে ৪৬ হয়েছে।

মোদি চরিত্রে ছোটখাটো দু-একটা পরিবর্তন যে আসেনি, তা অবশ্য নয়। এই যেমন ১০ বছর ধরে যিনি ‘মোদি সরকার’ বা ‘আমার সরকার’ বলে এসেছেন, তিনি এখন ‘এনডিএর সরকার’ বলছেন। ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকে আজ পর্যন্ত একবারের জন্য ভুলেও তিনি ‘মোদি কি গ্যারান্টির’ উল্লেখ করেননি। আমিত্বের বড়াই করেননি। এর একটা কারণ যদি হয় সরকার গঠনে শরিকনির্ভরতা, অন্য কারণ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবতের প্রকাশ্যে উষ্মা প্রকাশ।

আত্মম্ভরিতা ও অহংবোধের যে সমালোচনা মোহন ভাগবত করেছেন, মোদি বুঝেছেন, আপাতত তাতে রাশ টানা না গেলে বিপদ বাড়তে পারে। কিন্তু তা করতে গিয়ে এমন কোনো ইঙ্গিত দেননি, যাতে বোঝা যায় তাঁর উঁচু মাথা হেঁট হয়েছে। কর্তৃত্ব কিছুটা খর্ব হয়েছে। এত বছর ক্ষমতার শীর্ষে থেকে তিনি বুঝেছেন, সেই আভাস দেওয়ার অর্থ শরিকদের বায়না ও চাপের কাছে নিত্য সমর্পণ করা। তেমন করলে নিজের কাছেই তিনি খর্বকায় হয়ে যাবেন। আত্মমগ্ন যাঁরা হন, নার্সিসিস্ট, তাঁদের চরিত্র এমনই হয়।

মোদি আরও একটা পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। এত দিন নিজের ক্ষমতা জাহির করে দেশ চালানোর পর এই প্রথম ‘সহমত’ বা ‘ঐকমত্য’ শব্দ আওড়াতে শুরু করেছেন। এটা তাঁর দ্বিমুখী কৌশল।

সহমতের কথা বলে একদিকে তিনি যেমন সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে শরিকদের গুরুত্ব দেওয়ার ওপর জোর দিচ্ছেন, অন্যদিকে চাইছেন বিরোধী সমালোচনার তির ভোঁতা করতে। সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণের আগে তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ কাটাছেঁড়া করলে তিনটি বিষয় স্পষ্ট বোঝা যাবে।

প্রথমত, তিনি বলেছেন, সরকার চালাতে সংখ্যা লাগলেও দেশ চালাতে সহমতের প্রয়োজন। এই মন্তব্যের একটা লক্ষ্য শরিকদের গুরুত্বদান, অন্য লক্ষ্য নিজেকে গণতন্ত্রী প্রতিপন্ন করা।

অনেক কিছুর বদল ঘটতে পারে বছর শেষে। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি যদি মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা হারায় এবং বিরোধী জোট যদি ঝাড়খন্ড দখলে রাখে, তা হলে রাজনীতিতে অন্য খেলা শুরু হতে পারে। নরেন্দ্র মোদির কাছে সেটা হবে আরও বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু তত দিন পর্যন্ত মোদি থাকবেন মোদিতেই।

দ্বিতীয়ত, তিনি সংবিধান রক্ষা করার কথা বলেছেন। এটা না বলে উপায় ছিল না। কারণ, ভোটের প্রচারে বিরোধীরা তাঁকে সংবিধানের সম্ভাব্য খুনি হিসেবে চিত্রিত করেছিল। বহু মানুষকে বিশ্বাস করাতে পেরেছিল, বিজেপি চার শর বেশি আসন পেলে আম্বেদকরের তৈরি সংবিধান বদলে দেবে। সেই প্রচার দলিত ভোটের একটা বিরাট অংশ কংগ্রেসসহ বিরোধী জোটকে পাইয়ে দিয়েছে। উত্তর প্রদেশে বে-আব্রু করে দিয়েছে বিজেপিকে।

তৃতীয়ত, মোদি মেলে ধরেছেন কংগ্রেসের জারি করা জরুরি অবস্থাকে। আগামী বছর জরুরি অবস্থা জারির ৫০ বছর পূর্তি। ইন্দিরা গান্ধীর সেই সিদ্ধান্তকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে মোদি চেয়েছেন এটাই প্রমাণ করতে, যারা সংবিধানের সর্বনাশ করেছিল, তারা কিছুতেই সংবিধানের রক্ষক হতে পারে না। মোদির সেই ভাষণের রেশ স্পিকার ওম বিড়লা এবং সংসদের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণেও প্রকট। কংগ্রেসই ওই আক্রমণের মূল লক্ষ্য।

**সহমতের কথা বলে একদিকে তিনি যেমন সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে শরিকদের গুরুত্ব দেওয়ার ওপর জোর দিচ্ছেন, অন্যদিকে চাইছেন বিরোধী সমালোচনার তির ভোঁতা করতে। সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণের আগে তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ কাটাছেঁড়া করলে তিনটি বিষয় স্পষ্ট বোঝা যাবে।**

**প্রথমত, তিনি বলেছেন, সরকার চালাতে সংখ্যা লাগলেও দেশ চালাতে সহমতের প্রয়োজন। এই মন্তব্যের একটা লক্ষ্য শরিকদের গুরুত্বদান, অন্য লক্ষ্য নিজেকে গণতন্ত্রী প্রতিপন্ন করা।**

এই কৌশলগত ছোটখাটো রাজনৈতিক বদলগুলো বাদ দিলে নরেন্দ্র মোদি কিন্তু অপরিবর্তিতই। ১০টি বছর যে ঢঙে দাপটের সঙ্গে সরকার চালিয়ে এসেছেন, তা থেকে কণামাত্র বিচ্যুত হননি। বরং যাঁরা মনে করছিলেন, এবার হয়তো তিনি কিছুটা সংযত হবেন, বিনম্র হবেন, শরিকদের মন জুগিয়ে চলতে বাধ্য হবেন, তাঁদের বাবা বাছা করবেন, সংখ্যায় ফুলে ফেঁপে ওঠা বিরোধীদের সমীহ করবেন, তাঁরা ভুল প্রমাণিত হয়েছেন।

কয়েকটি নিদর্শন সবার চোখের সামনে রয়েছে। সেগুলো বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে তাঁর কাজের ধরনে বিন্দুমাত্র লাগাম পড়েনি।

প্রথম নমুনা লোকসভার প্রোটেম বা অস্থায়ী স্পিকার বাছা। প্রোটেম স্পিকারের কাজ খুবই সীমিত। ভোটে জিতে যাঁরা নতুন সংসদের সদস্য হয়েছেন, তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করানো। সাধারণত এই কাজে বেছে নেওয়া হয় লোকসভায় সবচেয়ে বেশিবার যিনি জয়ী তাঁকে। সেই নিরিখে কেরালা থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসের সদস্য কে সুরেশই সর্বজ্যেষ্ঠ। তিনি আটবারের সংসদ সদস্য।

কিন্তু তাঁকে না বেছে মোদি বাছলেন ওড়িশা থেকে সাতবারের জয়ী ভর্তৃহরি মহতাবকে। এই ভদ্রলোক ভোটের আগে বিজেডি ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁকে মনোনীত করার কারণ হিসেবে বলা হলো, সুরেশ পরপর আটবার জেতেননি। মাঝখানে দুবার হেরেছিলেন। মহতাব একবারও না হেরে সাতবারের সংসদ সদস্য! কংগ্রেসকে কোনোভাবেই প্রাধান্য না দেওয়ার এই গোঁ মোদির নিজস্ব। ২৪০-এ থমকে গেলেও নমনীয় হওয়ার কোনো লক্ষণ তিনি দেখাতে নারাজ।

দ্বিতীয় নমুনা, স্পিকার পদে পুরোনো মুখ ওম বিড়লাকে বেছে নেওয়া এবং প্রথামাফিক ডেপুটি স্পিকার পদ বিরোধীদের ছাড়া হবে সেই আশ্বাস না দেওয়া। ওম বিড়লাকে বাছার মধ্য দিয়ে মোদি বোঝালেন সংসদ পরিচালনার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতায় ছেদ দেবেন না। ডেপুটি স্পিকার পদটা বিরোধীদের ছেড়ে দিলে সহমতের বার্তা তিনি ছড়িয়ে দিতে পারতেন। তিনি যে গণতন্ত্রী, তা বোঝাতে পারতেন। স্পিকারও সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত হতে পারতেন। কিন্তু তাঁর মনে হয়েছে, বিরোধীদের সেই শর্ত মানলে তাঁর দুর্বলতা প্রকট হতো। সেটা হতো তাঁর চরিত্রের স্খলন। ডেপুটি স্পিকারের পদ বিরোধীদের দিলে সেটা হবে তাঁর চরিত্রবিরোধী।

মোদির চরিত্র যে বিন্দুমাত্র বদলায়নি, তার তৃতীয় প্রমাণ ১৪ বছরের পুরোনো বিস্মৃতপ্রায় এক ভাষণের অভিযোগে অরুন্ধতী রায়ের বিরুদ্ধে কালা কানুন বলে চিহ্নিত ‘ইউএপিএ’ আইনে মামলা রুজুর সিদ্ধান্ত।

চতুর্থ প্রমাণ, জামিনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আদালত থেকে সিবিআইয়ের গ্রেপ্তারি। আবগারি (মদ) মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ২১ মার্চ কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করলেও ঘুষের ১০০ কোটি টাকা কোথায়, আজও তা প্রমাণ করতে পারেনি। সিবিআই তদন্ত করছে জনপ্রতিনিধি হয়ে কেজরিওয়ালের দুর্নীতি ও ঘুষ খাওয়ার অভিযোগের।

এত দিন পর কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করার ছকটা হলো ইডির মামলায় জামিন পেলেও সিবিআই তদন্তের নামে তাঁকে আরও মাস কয়েক বন্দী রাখা। এরপর প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেলে অন্য কথা। এই দুই ঘটনা কিসের ইঙ্গিত? ইডি, সিবিআই, আয়কর বিভাগের বিরোধী দমন অভিযানেও এখনই কোনো বদল ঘটছে না।

তবে অনেক কিছুর বদল ঘটতে পারে বছর শেষে। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি যদি মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা হারায় এবং বিরোধী জোট যদি ঝাড়খন্ড দখলে রাখে, তা হলে রাজনীতিতে অন্য খেলা শুরু হতে পারে। নরেন্দ্র মোদির কাছে সেটা হবে আরও বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু তত দিন পর্যন্ত মোদি থাকবেন মোদিতেই।

*সৌ: প্র: আ:*

মাইরা মির্জা

# ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন বিক্ষোভ দমন করা হচ্ছে

ইসরায়েলের গণহত্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত অস্ত্র প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য কোম্পানির সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করতে নিজেদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে চাপ দেওয়ার জন্য যুক্তরাজ্যজুড়ে গত মে মাসে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদে নেমেছিলেন। ক্যাম্পাসে মূলত ফিলিস্তিন সমর্থক শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে আসছিলেন। তাঁদের বিক্ষোভ এক মাসের বেশি সময় গড়ানোর পর ক্যাম্পাসে পুলিশি দমন-পীড়ন এবং ছাত্র-কর্মীদের গণগ্রেপ্তার ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

গাজার রাফা তাঁবু ক্যাম্পে ইসরায়েলি গণহত্যার বিরুদ্ধে গত ৩ জুন ওয়েলসের কার্ডিফ ইউনিভার্সিটিতে জড়ো হন বিক্ষোভকারীরা। সে সময় সেখান থেকে ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় একজন প্রতিবন্ধী কর্মী ছিলেন, যিনি একটি ‘অবস্থান ধর্মঘট’ পরিচালনা করছিলেন। তাঁদের মুক্তি চেয়ে পরে শতাধিক ফিলিস্তিন-সমর্থক কার্ডিফ বে পুলিশ স্টেশনে জড়ো হয়েছিলেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করা ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, বিক্ষোভকারীদের পুলিশ হিংস্রভাবে পাঁজাকোলা করে, চুল ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যামূলক যুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের জড়িত থাকার বিষয়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করার বদলে তাদের ভয় দেখানোর জন্য উচ্ছেদ নোটিশ দিয়েছে, নানা ধরনের হুমকি দিয়েছে। এমনকি পানি, বিদ্যুৎ ও শৌচাগার ব্যবহারের সুবিধা বন্ধ করে দিয়েছে।

একটি ফুটেজে দেখা গেছে, কার্ডিফ ইউনিভার্সিটির ২২ বছর বয়সী একজন ছাত্র বলছিলেন, তাঁর সামনে কীভাবে হিজাব পরা একজন মুসলিম নারীকে স্রেফ বর্ণবাদী চিন্তা থেকে পুলিশ আটক করেছিল। ওই নারী বিক্ষোভকারীদের মধ্যকার কেউ ছিলেন না।

সোয়ানসিতে গত ৪ জুন পুলিশ ১২ বছর বয়সী এক ফিলিস্তিনি মেয়ে ও তার মায়ের বাড়িতে অভিযান চালায় এবং তারা দুজনকেই গ্রেপ্তার করে। এই দুঃখজনক ঘটনার পর বিক্ষোভ আয়োজকেরা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের সঙ্গে নির্লজ্জ ব্যবহার, বর্ণবাদী ও অসহিষ্ণু আচরণ করায় সাউথ ওয়েলস পুলিশকে তিরস্কার করে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছেন।

তাঁদের অভিযোগের জবাবে সাউথ ওয়েলস পুলিশের একজন মুখপাত্র এবং ওই এলাকার একজন পুলিশ সুপার বলেছেন, প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের বৈষম্যমূলক ও সহিংস ব্যবহার করা হয়নি।

নিউক্যাসল ইউনিভার্সিটিতে বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের সহিংস দমন-পীড়নের মুখোমুখি হয়েছিলেন। ওই কর্মকর্তারা সেখানে পুলিশ ডেকে আনেন এবং ১৪০ জনের বেশি পুলিশ কর্মকর্তাকে শিক্ষার্থীদের ওপর দমন অভিযান চালানোর বিষয়টি অনুমোদন করেছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে জানা যাচ্ছে, প্রতিবাদ করার সময় পুলিশ ছাত্রদের লাঠিপেটা করেছিল এবং হয়রানি করেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যামূলক যুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের জড়িত থাকার বিষয়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করার বদলে তাদের ভয় দেখানোর জন্য উচ্ছেদ নোটিশ দিয়েছে, নানা ধরনের হুমকি দিয়েছে। এমনকি পানি, বিদ্যুৎ ও শৌচাগার ব্যবহারের সুবিধা বন্ধ করে দিয়েছে।

নিউক্যাসল ইউনিভার্সিটির একজন মুখপাত্র মিডল ইস্ট আইকে বলেছেন, ‘আমাদের নিরাপত্তাবিষয়ক দল নর্দামব্রিয়া পুলিশের সহায়তায় পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছে। যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক বা কর্মচারী ছিলেন না, তাঁদের কেউ শিক্ষার্থীও ছিল না।’

নিউক্যাসলের একজন মেডিকেল ছাত্র যুক্তরাজ্যভিত্তিক অ্যাডভোকেসি সংস্থা কেজ ইন্টারন্যাশনালকে বলেছেন, শিক্ষার্থীরা প্রায় এক মাস ধরে শান্তিপূর্ণভাবে ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ করে আসছিলেন। কিন্তু তাঁদের দাবিসংক্রান্ত কোনো ধরনের আলোচনায় না গিয়ে একেবারে বিনা উসকানিতে পুলিশ সহিংস উপায় বেছে নিয়েছিল।

কিন্তু ইসরায়েলের সমর্থক বিক্ষোভকারীরা কুইন মেরি ইউনিভার্সিটি বা ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন (ইউসিএল) এবং লন্ডনের সোস ইউনিভার্সিটিতে বিক্ষোভকারীদের ওপর চড়াও হলেও তাদের পুলিশি ক্র্যাকডাউন বা জোরপূর্বক সংঘর্ষের মুখোমুখি হতে হয়নি। এভাবে যুক্তরাজ্যজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বৈষম্যমূলক দমন-পীড়ন চলছে। আশার কথা, গাজায় গণহত্যার প্রতিবাদে মুখর হওয়া শিক্ষার্থীদের এত সহজে দমিয়ে রাখা যাবে না।

***মাইরা মির্জা হিউম্যান এইড অ্যান্ড অ্যাডভোকেসির রিসার্চ অ্যান্ড কমিউনিকেশন অফিসার মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত***

## প্রথম নজর

# সেমিনারে শিক্ষাবিদদের মত: চিকিৎসা শুধু একটা পেশা নয়, সেবা

**নায়ীমুল হক ● কলকাতা**

**আপনজন:** প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও ১লা জুলাই মহা সমারোহে পালিত হল জাতীয় চিকিৎসক দিবস। চিকিৎসা কেবলমাত্র একটি পেশা নয় এটা একটা সেবা। অনেক সময় চিকিৎসকেরা নিজ স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে এই সেবা দানে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করেন, বাঁচিয়ে তোলেন আশা ছেড়ে দেওয়া মুমূর্ষু রোগীদের জীবন।

সেবা দানের এই মহান ব্রতকে সম্মান জানাতে প্রবাদপ্রতিম চিকিৎসক ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিনে পালিত হয় চিকিৎসক দিবস। অনুসন্ধান কলকাতা এবছর চিকিৎসা দিবসে আয়োজন করেছিল অনলাইন আলাপচারিতা। সকলের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ এই আলাপচারিতা শুনতে যোগ দিয়েছিল ছাত্র-ছাত্রীরাও। ওদের জন্যও ছিল বিশেষ আয়োজন। 'আশা-ভরসা-স্নেহের হাত বাড়িয়ে দাও ওদের দিকে' এই বিষয়ে।

এ দিনের অনুষ্ঠান স্মারক বক্তব্য দিয়ে সূচনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। তিনি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনের নানাদিক অতি সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেন। চিকিৎসক হিসেবে তাঁর গুণের সঙ্গে সঙ্গে মানবিকতার দিকের কথাও তুলে ধরেন তিনি। উল্লেখ করেন, আজকের সমাজে অনেক বদল হয়েছে। ডাঃ রায় যেমন মুখ দেখে বুঝে নিতে পারতেন রোগীর অবস্থা, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতে পারতেন আজ কিন্তু তা আর সম্ভব নয়। বিজ্ঞান প্রযুক্তির অগ্রগতিতে মুখ দেখে চিকিৎসা শুরুর দিন আজ আর নেই। প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার সুমন দাস বলেন আজকের প্রেক্ষিতে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আর্থসামাজিক পরিকাঠামোর বাইরে রাখা সম্ভব নয়। 'রোগী নয়, রোগের চিকিৎসা' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডাক্তার দাস আরও বলেন, বর্তমান সমাজে আমরা আমাদের জীবনশৈলীতে নানা রকম পরিবর্তন নিয়ে এসেছি। কায়িক পরিশ্রম আমরা করি না, ঘরে বানানো খাবারের প্রতি আমাদের অনীহা, সকাল-দুপুর-বিকেল সবসময়ই ফাস্টফুডের উপর আমরা নির্ভরশীল। অবিলম্বে বাচ্চাদের জন্য হবি ডেভেলপ করার দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন ডাক্তার সুমন দাস।

বিশিষ্ট মনোবিদ তৃণা গুহ ঠাকুরতা আগের কথার রেশ ধরে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎকণ্ঠা, টেনশন, উত্তেজনা ক্রমশ তাদের সঙ্গী হয়ে যাচ্ছে বলে উপস্থিত অভিভাবকদের সাবধান করে দেন। তিনি বলেন সন্তানদের জন্য সময় দিতে হবে, তাদের সঙ্গে মিশতে হবে, কথা বলতে হবে, তবেই তাদের মানসিক অস্থিরতা কিছুটা কমতে পারে বলে মনে করেন তিনি। তিনি আরো বলেন বাচ্চাদের বোঝাতে হবে, ব্যর্থতা সবার জীবনেই আসে।

# বিলুপ্তের পথে মল্ল রাজাদের বাঁধ, দখল করে চাষবাস, পাকা বাড়ি

**সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া**

**আপনজন:** বিলুপ্তের পথে মল্ল রাজাদের ঐতিহাসিক বাঁধ, বাঁধ দখল করে হয়েছে বড় বড় চাষের জমি, কোথাও বা কংক্রিটের তৈরি বাড়ি, কোথাও আবার দখল নিয়েছে কচুরিপানায়, সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে মল্ল রাজাদের ইতিহাস ।

মন্দিরন নগরী বিষ্ণুপুর এবং আশেপাশের কৃষকদের শেচ কাজের জন্য এবং জল সমস্যার সমাধানের জন্য তৎকালীন সময়ে মল্ল রাজারা একের পর এক মোট সাতটি বাঁধ অর্থাৎ জলাশয় তৈরি করেছিলেন বিষ্ণুপুরে। বাঁধ গুলির নাম রাখা হয়েছিল লালবাঁধ, যমুনাবাঁধ, পোকাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, গাতাতবাঁধ, শ্যামবাঁধ, কৃষ্ণ বাঁধ । প্রত্যেকটা বাঁধই বৃহৎ আকার । বর্তমানে সরকারের পক্ষ থেকে লাল বাঁধ সংস্কার করা হলেও বাদবাকি বাঁধ গুলি নিজের আয়তন হারিয়েছে। কিছু জমি মাফিয়া, কিছু প্রোমোটার, কিছু অসাধু ব্যক্তি ও কচুরিপানার দখলে অধিকাংশ বাঁধই হয়েছে অর্ধেক। কোন বাঁধের পাশে তৈরি হয়েছে বিঘার পর বিঘা চাষের জমি। কোথাও বা হয়েছে বড় বড় ইটের বাড়ি। কোথাও আবার বাঁধকে বুজিয়ে করা হয়েছে ছোট ছোট পুকুর। অসাধুদের দখল হওয়ার পর যেটুকু বাঁধের অংশ রয়েছে তা ধুকছে সংস্কারের অভাবে। অবশিষ্ট বাঁধগুলি দখল করেছে কচুরিপানায়। ফলে আগের মত ব্যবহারে উপযোগী নয় এই বাঁধগুলি। সমস্যায় স্থানীয় বাসিন্দা এবং কৃষকরা। প্রত্যেকের দাবি সরকার বাঁধ গুলির দিকে নজর দিক এবং তার সংস্কার করুক। বাঁধগুলি যেন পুনঃঅবস্থায় ফিরে আসে, তার ব্যবস্থা করুক সরকার। কিছু কিছু স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি সরকার লাল বাঁধ সংস্কার করেছে, লাল বাঁধের তীরে পর্যটন কেন্দ্র করে উঠেছে। এইভাবে প্রত্যেকটি বাঁধ নিজেদের হস্তক্ষেপ করে সংস্কার করলে বিষ্ণুপুরের পর্যটন মানচিত্রের প্রসার ঘটবে ।

বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ জানান বিষ্ণুপুর শহর জুড়ে ট্রপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে শুরু হয়েছে। পাশাপাশি ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে সরকারি জায়গা দখলমুক্ত করার কাজ। ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্মীরা যাচ্ছে এবং সরকারি সম্পত্তির উপর বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই লাল বাঁধের যা কিছু সমস্যা ছিল সেই সমস্যার সমাধান করে তা সংস্কার করা হয়েছে।

# বীরভূমের নলহাটিতে অবৈধভাবে পুকুর ভরাটের অভিযোগ

**আজিম শেখ ● নলহাটি**

**আপনজন:** বেআইনিভাবে পুকুর ভরাটের অভিযোগ উঠল বীরভূমের নলহাটি পৌরসভার অন্তর্গত তিন নম্বর ওয়ার্ডে র কল ট্যাঙ্কি পাড়ায়। স্থানীয়রা অভিযোগ করেন অবৈধ উপায়ে তাদের পাড়ায় অবস্থিত একমাত্র পুকুর ভরাট করে কংক্রিটের নির্মাণ কাজ চলছে। এ বিষয়ে এলাকাবাসীরা প্রশাসনকে লিখিত অভিযোগ করলেও কাজ বন্ধ হয়নি বলে দাবি করেন এলাকাবাসীরা গ্রামবাসীদের একাংশের অভিযোগ, ওই এলাকায় ৪৫ ৫৫ দাগের ৫১ শতকের পুকুরকে ভরাট করার কাজ চলছে অবৈধ উপায়ে।

তারা এ অভিযোগ করছেন প্রশাসনের মদদ ছাড়া এ কাজ চলতে পারেনা। নলহাটি বিএলআরও দপ্তরে এ বিষয়ে এক সপ্তাহ আগে লিখিত অভিযোগ জানালেও কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না কেন?

প্রশ্ন যাচ্ছে সবার মনে। স্থানীয় এলাকাবাসীদের অভিযোগ শুনবো বক্তব্য শুনবো পুকুর মালিকের ও মালিক পক্ষের বক্তব্য তারা পুকুর ভরাট করছেন না কিন্তু পুকুর সংস্কার করছেন। নলহাটি বিএলআরও কে আমাদের প্রতিনিধি ফোন করে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন অভিযোগ আজ সকালে পেয়েছি ঘটনাস্থলে যাব তারপর বিস্তারিত জানাবো আপনাদের।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারাল যাত্রীবাহী বাস

**অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট**

**আপনজন:** নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের ধারে নেমে গেল যাত্রীবাহী বাস। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় বাসে থাকা যাত্রীদের মধ্যে। এই ঘটনায় অল্প আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন যাত্রী। জানাগিয়েছে, বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের হযরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চকবলিরাম এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে নেমে যায় একটি যাত্রীবাহী বাস। বাসটি যাত্রীদের নিয়ে সেই সময় তপন থেকে গঙ্গারামপুরে উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। অন্যদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তপন থানার পুলিশ। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে।

# সুন্দরবনে গিয়ে বাঘ দেখলেন একদল পর্যটক

**সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং**

**আপনজন:** বর্ষাকালে সুন্দরবন ভ্রমণে পিয়ে বাঘ দেখে আবেগে উচ্ছ্বাসিত হলেন একদল পর্যটক।বুধবার দুপুর দুটো নাগাদ পর্যটক দলটি যখন দেউলভরানী নদী দিয়ে জঙ্গলের অপরুপ সৌন্দর্য দেখতে দেখতে জলযানে করে যাচ্ছিলেন,তখনই সুন্দরবনের দেউলভরানীর গহীণ জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে আসে জঙ্গল সংলগ্ন দেউলভরানী নদীর তীরে।পরে নদীখাঁড়িতে নেমে সাঁতার দিয়ে পারাপার হয়ে গহীণ জঙ্গলে চলে যায়।জানা গিয়েছে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ থেকে সুন্দরবন ভ্রমণে এসেছিলেন অলক দাস,সোমা দাস,রোহন দাস। তাঁদের সাথে ছিলেন ঝড়খালির মা লক্ষ্মী হোম স্টে'র সুদর্শন পাইন ও শঙ্কর দাস। এদিন এই পর্যটক দলটি ঝড়খালি থেকে জলযান 'মা-অমেলা' চেপে সুন্দরবন বেড়ানোর জন্য বেরিয়েছিলেন। বুধবার দুটো নাগাদ পর্যটক দল টি যখন দেউলভরানী নদী দিয়ে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে সুন্দরবনের দেউলভরানীর জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে আসে। সাঁতার দিয়ে দেউলভরানী নদী পার হয়ে অপর পারে জঙ্গলে চলে যায়।

# পৌরসভার ও পঞ্চায়েত সমিতি রাজনগরে সক্রিয় উচ্ছেদ অভিযানে

**সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম**

**আপনজন:** সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাস্তা দখলমুক্ত করতে অস্থায়ী নির্মাণ সারানোর নির্দেশ দিয়েছেন। সে নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন পৌরসভার ন্যায় বীরভূম জেলার পৌরসভার পক্ষ থেকেও ফুটপাত দখল মুক্ত অভিযান শুরু করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সেই বার্তাকে সামনে রেখে এবার রাজনগর ব্লক প্রশাসন এবং পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকেও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

রাজনগর বাজার এলাকায় রাস্তার দুই ধারে অবৈধ নির্মাণ এবং অস্থায়ী যেসব দোকানপাট রয়েছে, সেগুলির উদ্দেশ্যে দোকান মালিকদের সেখান থেকে যাতে দোকান সরিয়ে নেন, সেই নির্দেশ দিতেই রাজনগরে বুধবার প্রশাসনিক অভিযান চালানো হয়। সরজমিনে উপস্থিত ছিলেন রাজনগর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শুভাশিস চক্রবর্তী, রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত-কর্মাধ্যক্ষ সুকুমার সাধু, রাজনগর থানার ওসি দেবাশীষ পন্ডিত ও এএসআই ছবিলা খাতুন প্রমুখ। রাজনগরে অবস্থানরত রাস্তার দুপাশের সমস্ত দোকান মালিকদের এদিন সতর্কবার্তা দেওয়া হয় যে, আগামীকালের মধ্যেই দোকানের সাজসরঞ্জাম সহ নানান জিনিসপত্র সরানো না হলে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেগুলো ভেঙে ফেলা হবে বলে এদিন জানান দিয়ে গেলেন প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।উল্লেখ্য এবিষয়ে ইতিপূর্বে রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতি ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্থানীয় বাজার এলাকায় মাইকিং করা হয়।

# স্বামীর মৃত্যুর তিনদিন পর শোকে মৃত্যু স্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ**

**আপনজন:** স্বামীর মৃত্যু শোক সহ্য করতে না পেরে শোকগ্রস্ত হয়ে মারা গেলেন সামশেরগঞ্জের প্রাথমিক স্কুলের মৃত প্রধান শিক্ষক চিন্ময় প্রধানের স্ত্রী চিত্রা প্রধান(৪০)। বুধবার সকালে বহরমপুরের বাড়িতে মৃত্যু হয় তার। স্বামীর মৃত্যুর শোকেই কার্যত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। স্বামীর মৃত্যুর মাত্র তিনদিনের মাথায় এভাবে স্ত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যুতে কার্যত ভেঙে পড়েছেন পরিবারের অন্য সদস্যরা। সূত্রের খবর, স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই চিত্রা দেবী ভেঙে পড়েছিলেন। মাঝেমধ্যেই প্রলাপ বকছিলেন। অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের লোকজন তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করে। এদিন সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চিত্রা দেবীর মৃত্যু হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, দিন তিনেক আগেই মানসিক অবসাদে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান চক্রের অন্তর্গত গাজিনগর মুষ্টি কমিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চিন্ময় প্রধান। এই ঘটনায় সোরগোল পড়ে যায়।

# নিট ও নেট দুর্নীতির প্রতিবাদ সভা বারুইপুরে

**সাইফুল লস্কর ● বারুইপুর**

**আপনজন:** ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নেট -এ দুর্নীতির প্রতিবাদে ও জাতীয় শিক্ষানীতি'২০ র বাতিলের দাবিতে 'অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি' ২৭ জুন-৩ জুলাই পর্যন্ত এক প্রতিবাদ সপ্তাহের ডাক দেয়। তারই অঙ্গ হিসেবে বুধবার "সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির দঃ ২৪ পরগনা জেলা শাখার উদ্যোগে বারুইপুর রেল সংলগ্ন তেমাথায় এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে এ রাজ্যের পাশাপাশি আসাম, কেরালা, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশে এই সাতদিনে নানা প্রতিবাদ কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে । সভায় ওই দুটি পরীক্ষার দায়িত্বে থাকা সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বাতিল, নতুন করে নিটপরীক্ষা নেওয়া, রাজ্যভিত্তিক জয়েন্ট এন্ট্র্যান্স চালু, দুর্নীতি আড়াল করতে চাওয়া কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ ও সর্বোপরি ২০২০ র জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবি জানানো হয় । শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, অধ্যাপকদের উপস্থিতিতে প্রতিবাদ সভা বিশেষ গড়ুরুত্ব লাভ করে। বক্তারা 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০'র প্রসঙ্গ তুলে শিক্ষার বেসরকারিকরণের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, শিক্ষার উপর এই আঘাতের ফলে মানুষ তৈরির সাধনা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই আরও প্রতিবাদ জানাতে প্রথ্যন্ত এলাকায় সভা করবে সেভ এডুকেশন কমিটি। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর মনোজ গুহ, অধ্যাপিকা সোমা রায় প্রমুখ।

# জান ফাউন্ডেশনের চক্ষু শিবির, গুণীজন সংবর্ধনা

**মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান**

**আপনজন:** পূর্ব বর্ধমানের বিশিষ্ট সমাজসেবী হাফিজুল রহমান সারা বছর ধরে বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজ করে থাকেন। তিনি অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটসের পূর্ব বর্ধমানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন তাছাড়া অন্যান্য অনেক অনেক সামাজিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সারা বছর ধরে একাধিক রক্তদান শিবির , বস্ত্র বিতরণ, খাদ্য বিতরণ সহ মানুষের সাহায্যে প্রতিনিয়ত লেগে থাকেন। পূর্ব বর্ধমানের সমাজসেবায় তিনি অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শেখ হাফিজুর রহমান গড়ে তুলেছেন জান ফাউন্ডেশন নামে একটি ট্রাস্ট । এই ট্রাস্টের প্রথম দিনই জামালপুর লায়ন্স হসপিটাল এর সাহায্য সহযোগিতায় চক্ষু ছানি বাছাই সহ চক্ষু চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় এবং তার সঙ্গে অনেক গুণীজনকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। এই সংবর্ধনা সবাই উপস্থিত হয়েছিলেন রায়নার বিধায়িকা শম্পা ধারা, পূর্ব বর্ধমানের বিশিষ্ট সমাজসেবী আশরাফ উদ্দিন বাবু, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের পরিবেশ জনস্বাস্থ্য কর্মদক্ষ বিশ্বনাথ রায়, অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটস-এর সভাপতি বুম্বা মুখার্জী ,কলকাতার বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ফরিদ খান, এহতেসামুল , রায়না থানার সাব ইন্সপেক্টর অচিন্ত্য ঘোষ, সেহারা ট্রাফিক গার্ডের ওসি প্রদীপ পাল সহ বহু বিশিষ্ট অতিথিরা । বহু মানুষ এই চক্ষু শিবিরে অংশগ্রহণ করেন।

# ইমাম মুয়াজ্জিনদের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ

**সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ**

**আপনজন:** অলইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন স্যোসাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এর লালবাগ মহকুমা শাখার উদ্যোগে বৃক্ষরোপন ও স্বাস্থ্য সচেতনতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো লালবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে। এদিনের কর্মসূচিতে দুইশো চারা গাছ বিতরণ করা হয়,পাশাপাশি শিক্ষা স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা করা হয় এদিনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যলঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমেদ হাসান ইমরান ,সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক,লালবাগ থানার আই সি,অ্যাডিস্যানাল এস পি লালবাগ,এবং এলাকার বিশিষ্ট জনেরা,গোটা সভাটি পরিচালনা করেন মৌলানা মোঃ আব্দুর রাজ্জাক।

এদিনের অনুষ্ঠানের অতিথিদের দিয়েও বেশ কিছু গাছ লাগানো হয় ওই এলাকায়।

# গার্ডওয়াল টপকে গাড়ির ধাক্কা বাইককে

**আজিজুর রহমান ● গলসি**

**আপনজন:** নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাডওয়াল টপকে বাইক চালককে ধাক্কা মারল চারচাকা গাড়ি। গুরুতর জখম হয়েছেন বাইক চালক। তার মাথায় আঘত লেগেছে বলে জানা গেছে। স্থানীয়রা বলেন, চারচাকা গাড়িটি বর্ধমানের দিক থেকে দুর্গাপুরের দিকে যাচ্ছিল। ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের কুলগড়িয়ার কাছে আচমকা গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। ফলে গাড়িটি জাতীয় সড়কের গাডওয়াল এর লোহার রেলিং এ ধাক্কা মারে। গতি বেশি থাকায় রেলিং টপকে গাড়িটি সার্ভিস রাস্তায় উড়ে যায়। ওই সময় সার্ভিস রাস্তায় আসছিলেন এক বাইক চালক। চারচাকাটি বাইক চালককে ধাক্কা মারলে সে ছিটকে যায়। ঘটনায় জেরে মাথায় আঘাত লাগে বাইক চালকের। ঘটনায় চারচাকা গাড়িটিও দুমরে মুচড়ে যায়।

# বাঁকুড়ার উচ্ছেদ করতে সক্রিয় পুলিশ

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাঁকুড়া**

**আপনজন:** শহরের ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা চালানো ব্যবসায়ীদের দেওয়া ৩ দিনের সময়সীমা শেষ হতেই আজ পথে নামল বাঁকুড়া পুরসভা। বাঁকুড়া মহকুমা প্রশাসন ও বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে এদিন বাঁকুড়ার বড়বাজারে অভিযান চালায় পুরসভা। ফুটপাথের উপর বেশ কিছু অস্থায়ী নির্মাণ ভেঙে ফেলার পাশাপাশি অন্যান্যদের দ্রুত ফুটপাথ ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানানো হয় পুরসভার তরফে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর পরই বাঁকুড়া পুরসভার তরফে বাঁকুড়া শহরে মাইক প্রচার চালিয়ে ফুটপাথ খালি করার আবেদন জানানো হয়। গত ২৯ জুন মাইক প্রচার চালিয়ে ফুটপাথের বে আইনি দখলদারদের দোকান ও অস্থায়ী কাঠামো সরিয়ে নেওয়ার জন্য ৩ দিনের সময়সীমা বেঁধে দেয় পুরসভা।

# সোনা দোকানে চুরিতে ভিন রাজ্যের দুষ্কৃতী

**সেখ আব্দুল আজিম ● চন্ডীতলা**

**আপনজন:** মধ্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যা থেকে থেকে আসা সোনা দোকানে দুঃসাহসিক চুরি করে চম্পট দেওয়ার ঘটনার মাত্র ৭২ ঘন্টার মধ্যে কিনারা করল হুগলি গ্রামীণ পুলিশের চন্ডিতলা থানার পুলিশ। এই বিষয়ে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের পুলিশ সুপার কামনাশিশ সেন জানান, পুলিশের কাছে যে সিসিটিভি ফুটেজ ছিল সেই সূত্র ধরে দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করে পুলিশ। তারপরে পুলিশের সোর্স এবং মোবাইল টাওয়ার লোকেশনে সূত্র ধরে নজরদারি চালাতে থাকে পুলিশ। তারপরে ভিন্ন রাজ্য থেকে আসা দুই দুষ্কৃতিকে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় একটি গোপন ডেরা থেকে পাকড়াও করলো চন্ডীতলা থানার পুলিশ। তদন্তকারী টিমের নেতৃত্বে ছিলেন ডিএসপি চন্ডীতলা কুনাল সরকার এবং ওসি চন্ডীতলা থানা, জয়ন্ত পাল ।

# দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল বাইক আরোহীর

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া**

**আপনজন:** দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল বাইক আরোহী এক ব্যক্তির। বুধবার দুপুর ২টো নাগাদ হাওড়ার বেলুড়ের গিরিশ ঘোষ রোডে ডনবস্কো বাস স্টপেজের সামনে ওই দুর্ঘটনাটি ঘটে। লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয় মাঝবয়েসী ওই বাইক আরোহীর। পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মালবাহী লরিটি ডনবস্কো থেকে গিরীশ রোড ধরে বজরংবলীর দিকে যাবার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটিকে ধাক্কা মারে। বাইক আরোহী ওই ব্যক্তি রাস্তায় ছিটকে পড়লে লরির চাকায় তিনি পিষ্ট হন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসে বেলুড় থানার পুলিশ। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি।

# বজবজে সোনা দোকান লুটের কিনারা পুলিশের

**আসিফা লস্কর ● বজবজ**

**আপনজন:** ভরদুপুর বেলা সোনা দোকানে ক্রেতা হিসেবে ঢুকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটে দক্ষিণ ২৪পরগনার বজবজের মিঠাপুকুর এলাকায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল গোটা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছিল ২৮ শে জুন গত শুক্রবার স্থানীয় সূত্রে জানা যায় , শুক্রবার দুপুরে রাস্তার ধারের ওই সোনার দোকানে দুপুর ১.১০ নাগাদ দুটি বাইকে তিন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি আসে। গয়না দেখার অছিলা করে তারা। দোকান মালিক একাধিক সোনার গয়নাগাটি দেখতে চায় তারা। এর পর দোকান মালিকের মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে নগদ ৬০ হাজার টাকা এবং ৫ ভরি সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয় ওই ডাকাতদল। ওই ডাকাত দলের তিনজনের মুখ কালো কাপড়ে বাঁধা ছিল। এবং তাদের মাথায় ছিল হেলমেট। সোনার গয়নাগাটি ব্যাগে ঢুকিয়ে চম্পট দেয়। এই ঘটনার পর সোনা দোকানের মালিক থানায় খবর দেয় ঘটনাস্থলে বজবজ থানার পুলিশ পৌঁছায় এবং গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করে। পাশাপাশি সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু করে ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার পুলিশ। এরপর ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ একটি হেলমেটের সূত্র ও বাইকের সূত্র ধরে রামনগর থানা এলাকা থেকে বরজাহান শেখ নামে এক অভিযুক্তকে আটক করা হয় এরপর অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ এর পর উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসা করে আরো চারজনের খোঁজ পায় ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ। বিভিন্ন জায়গা থেকে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ তল্লাশি অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ডাকাতি সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার পুলিশ। বুধবার ডায়মন্ডহারবার জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার রাহুল গোস্বামীএ কথা জানান সাংবাদিক সম্মেলনে।

الدعوة
দাওয়াত



- তরুণদের বিষয়ে ইসলাম যা বলে
- মহানবী সা.-এর ভাষায় সর্বোত্তম জিকির

- গোপনে নফল আদায় করা উত্তম
- দেনমোহর আদায় ও খরচ নিয়ে ইসলাম কী বলে



# তরুণদের বিষয়ে ইসলাম যা বলে

সাখাওয়াত উল্লাহ

যৌবনকাল জীবনের স্বর্ণ যুগ, শ্রেষ্ঠ সময়। নিজেকে গড়ে তোলা, ক্যারিয়ার গঠন ও নেক আমল করার মুখ্য সময়। এ সময় যে কাজে লাগাবে, সে উন্নতি করতে পারবে। আর যে এ সময় হেলাখেলায় নষ্ট করবে, সে জীবনে কোনো উন্নতি করতে পারবে না। যৌবনকালই শক্তি। সুতরাং এ সময়কে সর্বোচ্চ কাজে লাগানোর চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ।
রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'কিয়ামতের দিন প্রত্যেক আদম সন্তানের পা একবিন্দু সামনে বাড়তে দেওয়া হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের থেকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর নেওয়া হবে। তা হলো–১. তোমার জীবন কিভাবে কাটিয়েছ? ২. তোমার যৌবন কিভাবে কাটিয়েছ? ৩. তোমার আয় কোথা থেকে করেছ? ৪. তা কোথায় ব্যয় করেছ? ৫. অর্জিত জ্ঞান অনুপাতে কতটুকু আমল করেছ?' (তিরমিজি, হাদিস : ২৪১৭)
আর যে যুবক তার যৌবনকে আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়ে দেয়, রাসুলুল্লাহ সা. তার সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে স্বীয় (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দেবেন।
(বুখারি, হাদিস : ৬৮০৬)
আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তাআলা সাধারণত যুবক বান্দাকে জ্ঞান দান করেন। যাবতীয় কল্যাণ যৌবনেই লাভ করা সম্ভব। এরপর তিনি তাঁর দাবির পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ তাআলার বাণী তিলাওয়াত করে শোনান। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তাদের কেউ কেউ বলল, আমরা শুনেছি এক যুবক এই মূর্তিগুলোর সমালোচনা করে।
তাকে বলা হয় ইবরাহিম।' (সূরা : আম্বিয়া, আয়াত : ৬০)
আসহাবে কাহফের যুবকদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে এসেছে : 'আমি তোমাকে তাদের সংবাদ সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। নিশ্চয়ই তারা কয়েকজন যুবক, যারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমরা তাদের হিদায়াত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।' (সূরা : কাহফ, আয়াত : ১৩)

**বর্তমানে যুবসমাজের সংকট**

বর্তমানে যুবসমাজ অসংখ্য সংকট ও সমস্যায় জর্জরিত। নিম্নে তাদের কিছু সংকট সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো :

**মাদকতা**

অনেক যুবককে মাদকাক্রান্ত হয়ে ধ্বংসে নিপতিত হতে দেখা যায়। বিভিন্ন ধরনের মাদকের সহজলভ্যতায় যুবকরা কোনো না কোনোভাবে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এটি একটি অশনিসংকেত।
একজন যুবক নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগে তাকে মাদক থেকে দূরে রাখার জন্য সময়মতো যদি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা হয়, তাহলে যুবসমাজের কাছে জাতির যে প্রত্যাশা তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য।
ইসলাম মানুষকে নেশা গ্রহণ ও মাদক সেবন করতে সম্পূর্ণ নিষেধ করে। মানুষকে ধ্বংস ও করুণ পরিণতি থেকে রক্ষা করার জন্য ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার কোনো বিকল্প নেই। রাসুলুল্লাহ সা. সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, যেকোনো ধরনের নেশাজাত পানীয় হারাম। (বুখারি, হাদিস : ৫৫৮৫)

**ব্যভিচার**

বর্তমানে ব্যভিচার একটি মারাত্মক সমস্যা। অভিজাত ফ্যামিলির ছেলেমেয়েরা এসব অপকর্ম কোনো অন্যায় মনে করছে না। তারা মনে করছে, এটি তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা। তারা বলে, উন্নত বিশ্বের মেয়েরা রাস্তাঘাট, হোটেল, পার্ক সব জায়গায় যেভাবে জৈবিক চাহিদা মিটিয়ে ঘরে ফেরে, তারাও এমন



সমাজব্যবস্থার পক্ষপাতী। এসব ব্যভিচারের কারণে সমাজে অশান্তি, পারিবারিক কলহ ও খুনের মতো ঘটনা ঘটছে। জিনা-ব্যভিচার নিষিদ্ধ করে আল্লাহ বলেন, 'আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।' (সূরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৩২)
যেসব যুবক নিজেকে পবিত্র রাখতে চায়, তাদের জন্য করণীয় হলো : গায়রে মাহরাম নারীদের সঙ্গে দেখা করা ও কথা বলা ত্যাগ করা। সেটা খালাতো, মামাতো, চাচাতো, ফুফাতো বোন হোক; ভাবি, চাচি, মামি হোক, আর ক্লাসমেট, কলিগ হোক। 'জাস্ট ফ্রেন্ড', 'বোনের মতো', 'মায়ের মতো'–এমন ধোঁকায় পড়া যাবে না। ফ্রি মিক্সিংয়ের আশঙ্কা আছে, এমন জায়গায় যাওয়া পরিহার করা। যেতে বাধ্য হলে নারীদের থেকে দূরে থাকা। দ্বিনি ভাইদের সঙ্গে সময় কাটানো। একা থাকবেন না। সামর্থ্য থাকলে বিয়ে করুন। সেটি সম্ভব না হলে নফল রোজা রাখুন।
মোবাইল ফোন আসক্তি
ইন্টারনেট, চ্যাটিং, অডিও, ভিডিওসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা সংবলিত মোবাইল ফোনসেট এখন সবার হাতে। যুবসমাজ ফেসবুক, ইন্টারনেটের প্রতি সারাক্ষণ হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। লেখাপড়া ফাঁকি দিয়ে ফেসবুকে চ্যাট করে কেউ কেউ রাত পার করে দিচ্ছে। পড়ালেখা নষ্ট হচ্ছে, সময় নষ্ট হচ্ছে, তার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ তারা করছে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের জীবনের মহামূল্য সময় এখানে ব্যয় করছে। ফলে তারা পড়ালেখা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং যুবক-যুবতির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলে নানা সমাজবিরোধী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ছে।
বিশিষ্ট তাবেঈন হাসান বসরি (রহ) বলেন, 'আমি এমন লোকদের পেয়েছি এবং সংস্রবে থেকেছি, যাঁরা তাঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সোনা-রুপার চেয়েও বেশি মূল্যবান মনে করতেন। মানুষ যেভাবে সোনা-রুপাকে বড়ই হেফাজতে রাখে, যাতে চুরি বা নষ্ট হতে না পারে। এভাবে তাঁরাও জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে বর্ণনাতীতভাবে হেফাজত করতেন, যাতে জীবনের একটি মুহূর্তও কোনো অযথা বা অসমীচীন কাজে ব্যয় না হয়। তাঁরা ভাবতেন, সময় আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ই অমূল্য নিয়ামত, যার নেই কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা। আর কত দিন এই নিয়ামত বিদ্যমান থাকবে তা-ও জানা নেই। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ব্যয় করতে হবে এই সময়কে।' (জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ; মুফতি তাকি উসমানি, পৃষ্ঠা ২২)
অবসর
চিন্তা-চেতনা, বিচারবুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি বিনষ্টের জন্য অবসর হলো একটি ধংসাত্মক ব্যাধি। মানুষের যখন কাজ থাকে না, তখন তার চিন্তা-ভাবনা স্থবির হয়ে যায়, বুদ্ধিমত্তা স্থূল হয়ে পড়ে এবং মনের উৎসাহ-উদ্দীপনা দুর্বল হয়ে পড়ে। আর মনের সেই শূন্যস্থান দখল করে নেয় কুমন্ত্রণা ও নোংরা চিন্তা-ভাবনা।

**পথভ্রষ্ট লোকজনের সঙ্গে চলাফেরা ও সখ্য**

অসৎ সঙ্গ যুবকদের মস্তিষ্কে, চিন্তা-চেতনায় ও আচরণে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এ জন্যই মহানবী সা. বলেছেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তি তার বন্ধুর বৈশিষ্ট্যে প্রভাবিত হয়। অতএব তোমাদের উচিত কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছ, সে ব্যাপারে খেয়াল করা।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৩৭৮)

**ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা**

কিছু যুবক ধারণা করে, ইসলাম মানুষের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করে দেয় এবং শক্তিকে ধ্বংস করে ফেলে। ফলে তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে যায় এবং একে পশ্চাদমুখী ধর্ম হিসাবে মনে করে। আসলে ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ এসব যুবকের সামনে সুস্পষ্ট নয়। ইসলাম স্বাধীনতা সীমাবদ্ধকারী নয়; বরং স্বাধীনতা সুসমন্বিতকারী এবং সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানকারী, যাতে একজন ব্যক্তিকে বল্গাহীন স্বাধীনতা প্রদান করলে তা অন্যদের স্বাধীনতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়ে যায়। কেননা যে ব্যক্তিই বল্গাহীন স্বাধীনতা চাইবে, তার স্বাধীনতা অন্যদের মতোই হবে। ফলে স্বাধীনতাগুলোর মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়বে, সর্বত্র নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়বে এবং বিপর্যয় নেমে আসবে।
আর হ্যাঁ, একজন মুসলমানের ঘুম থেকে ওঠা নিয়ে আবার ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক–সব কিছুর ওপর ইসলামের বিধান আরোপিত। ইসলামের আংশিক ধারণ করে, বিশেষ ক্ষেত্রে ইসলাম বর্জন করার সুযোগ ইসলামে নেই। ইরশাদ হয়েছে, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' (সূরা : বাকারা, আয়াত : ২০৮)
মুসলমান হতে হলে এ কথায় বিশ্বাসী হতে হয় আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা, মালিক, প্রতিপালক ও একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী। সুতরাং তাঁর বান্দাদের জীবনযাত্রার নিয়ম-কানুন নির্ধারণের নিরঙ্কুশ ক্ষমতাও তাঁর। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে এসেছে, 'তুমি কি জানো না, আসমান ও জমিনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই?' (সূরা : বাকারা, আয়াত : ১০৭)

# গোপনে নফল আদায় করা উত্তম



ফেরদৌস ফয়সাল

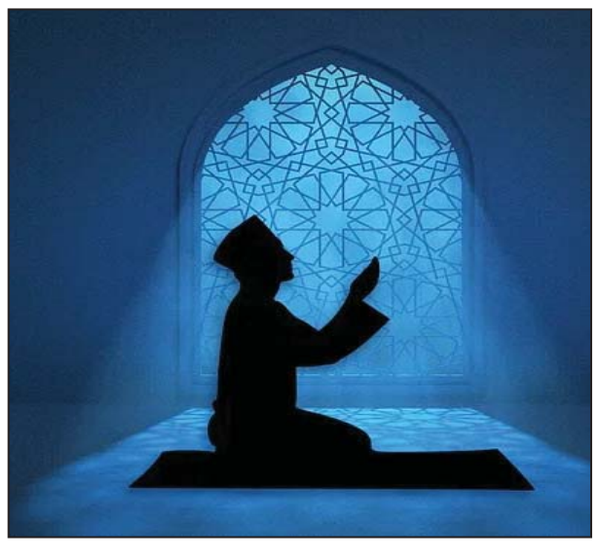

নফল আদায়ের মাধ্যমে একজন বান্দা আল্লাহর প্রিয় হয়ে উঠতে থাকেন। নফল ইবাদত প্রকাশ্যে করলে কোনো অসুবিধা নেই, তবে গোপনে করলে উত্তম। এতে উপকার অনেক বেশি।
ফরজ নামাজ আদায় করা আবশ্যক। এটি অতি অবশ্যই আদায় করতেই হবে। ফরজ আবশ্যক এটি পালনে ব্যক্তির ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোনো প্রতিফলন ঘটে না। কিন্তু নফল ইবাদত ব্যতিক্রম। নফল শব্দের অর্থই হলো 'অতিরিক্ত'। অর্থাৎ এটি ফরজের মতো আবশ্যক না হওয়া সত্ত্বেও আমি পড়ছি কেবলমাত্র নিজেরই ইচ্ছায়। আমার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান।
আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, 'তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো, তবে তা ভালো। আর যদি তা গোপনে করো ও অভাবীকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও ভালো। আর এর জন্য তিনি তোমাদের কিছু-কিছু পাপ মোচন করবেন। তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তো তা জানেন।' (সুরা বাকারা, আয়াত: ২৭১)
ফরজ নামাজ যে জামাতে মসজিদে পড়তে হয়, এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তবে নফল নামাজের ক্ষেত্রে নিজ ঘরই সর্বোত্তম। ফরজ ইবাদত প্রকাশ্যে করা সংগত, যদি না যুক্তিসংগত ও অনিবার্য কোনো কারণ থাকে। যেসব ফরজ প্রকাশ্যে আদায় করাই নিয়ম, সেগুলো অবশ্য গোপনে করা যাবে না। যেমন পুরুষদের মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করা।
রাসুল সা. বলেছেন, ফরজ ছাড়া অন্য নামাজ ব্যক্তির নিজ ঘরে আদায় করা উত্তম। (বুখারি শরিফ)
নফল আমল প্রকাশ্যে করার ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা তাই বলে নেই। তবে দান যেমন প্রকাশ্যে করার চেয়ে গোপনে করাই সুন্দর, নফলও তেমনই গোপনে আমল করাই উত্তম।

# সূরা আন নিসা পাঠের ফজিলত

বিশেষ প্রতিবেদন

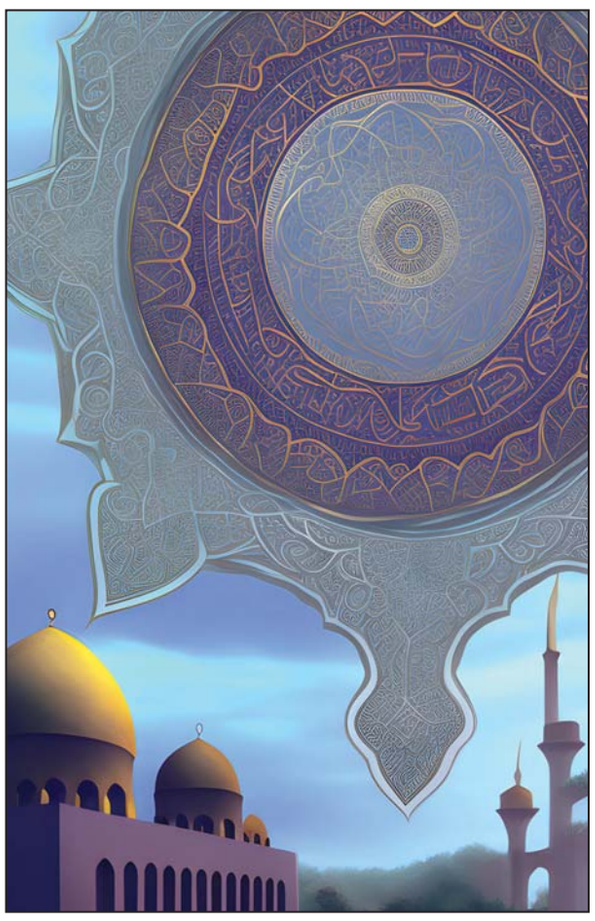

সূরা আন নিসা পবিত্র কোরআনের চতুর্থ সূরা। এর মোট আয়াত সংখ্যা ১৭৬টি। এই সূরা মদিনায় নাজিল হওয়ায় এটিকে মাদিনী সূরা বলা হয়। এই সূরার অধিকাংশ আয়াতে পরিবারে নারীদের অধিকার, সম্মান এবং পারিবারিক বিষয়ে বক্তব্য থাকায় এর নাম হয়েছে সূরা নিসা। এ সূরায় নারীদের বৈষয়িক নানা অধিকার- যথা বিয়ে, সম্পত্তি, দেনমোহর, উত্তরাধিকার সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এসব নীতি সমাজের গরীব ধনী সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। সূরায় বিঘোষিত হয়েছে, এতিম মেয়ে শিশুর সম্পদের অধিকারের বিষয়ে। এ ছাড়া বিয়ের ক্ষেত্রে তার যে স্বাধীনতা ও অধিকার সেটও দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।
ফজিলত
সূরা আন নিসার ফজিলত সম্পর্কে এক হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ প্রথম সাতটি সূরা গ্রহণ করবে সে আলেম হিসেবে গণ্য হবে"। (মুসনাদে আহমাদ: ৬/৮৫, ৬/৯৬)
তাছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "যে সূরা আলে ইমরান পড়বে সে অমুখাপেক্ষী হবে, আর সূরা আন-নিসা হচ্ছে সৌন্দর্যপূর্ণ। " (সুনান দারেমী: ৩৩৯৫)
(১) সূরা আন নিসার শুরুতে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অন্যের অধিকার সংক্রান্ত বিধান জারি করা হয়েছে। যেমন- অনাথ এতিমের অধিকার, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও স্ত্রীদের অধিকারসহ নানা কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হক্কুল-'ইবাদ বা অন্যের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন কতকগুলো অধিকার রয়েছে, যেগুলো সাধারণত: দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় পড়ে এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তা কার্যকর করা যেতে পারে। সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া ও শ্রমের মজুরি প্রভৃতি এ জাতীয় অধিকার যা মূলত: দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে কার্যকর হয়ে থাকে। এসব অধিকার যদি কোন এক পক্ষ আদায় করতে ব্যর্থ হয় অথবা সেক্ষেত্রে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, তাহলে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তার সুরাহা করা যেতে পারে। কিন্তু সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, কারো নিজ বংশের ইয়াতীম ছেলে-মেয়ে এবং আত্মীয়-স্বজনের পারস্পরিক অধিকার আদায় হওয়া নির্ভর করে সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার উপর। এসব অধিকার তুলাদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না। কোন চুক্তির মাধ্যমেও তা নির্ধারণ করা দুষ্কর। সুতরাং এসব অধিকার আদায়ের জন্য আল্লাহ-ভীতি এবং আখেরাতের ভয় ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন উত্তম উপায় নেই। আর একেই বলা হয়েছে 'তাকওয়া'। বস্তুত: এই তাকওয়া দেশের প্রচলিত আইন ও প্রশাসনিক শক্তির চেয়ে অনেক বড়। তাই আলোচ্য সূরাটিও তাকওয়ার বিধান দিয়ে শুরু হয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের খোত্বায় এ আয়াতটি পাঠ করতেন। বিয়ের খোতবায় এ আয়াতটি পাঠ করা সুন্নাত। তাকওয়ার হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর অসংখ্য নামের মধ্যে এখানে 'রব' শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যেও একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। অর্থাৎ এমন এক সত্তার বিরুদ্ধাচারণ করা কি করে সম্ভব হতে পারে, যিনি সমগ্র সৃষ্টিলোকের লালন-পালনের জিম্মাদার এবং যার রুবুবিয়্যাত বা পালন-নীতির



দৃষ্টান্ত সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে স্তরে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত।
(২) এখানে দু'টি মত রয়েছে, (এক) তার থেকে অর্থাৎ তারই সমপর্যায়ের করে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। (দুই) তার শরীর থেকেই তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। এ মতের সপক্ষে হাদিসের কিছু উক্তি পাওয়া যায়, যাতে বুঝা যায় যে, মহিলাদেরকে বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (বুখারী: ৩৩৩১, মুসলিম ১৪৬৮)
(৩) বলা হয়েছে যে, যার নাম উচ্চারণ করে তোমরা অন্যের থেকে অধিকার দাবি কর এবং যার নামে শপথ করে অন্যের কাছ থেকে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে থাক সে মহান সত্তার তাকওয়া অবলম্বন কর। আরও বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার সম্পর্কে -তা পিতার দিক থেকেই হোক, অথবা মায়ের দিক থেকেই হোক -তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাক এবং তা আদায়ের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন কর।
(৪) আলোচ্য আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। সুতরাং তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখ। এ অর্থটি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে। (তাবারী) আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমরা যে আল্লাহ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের খাতিরে পরস্পর কোন কিছু চেয়ে থাক। অর্থাৎ তোমরা সাধারণত বলে থাক যে, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের খাতিরে কোন কিছু তোমার কাছে চাই। সুতরাং দু' কারণেই তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। এ অর্থটি মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহিহ] পবিত্র কুরআনের আত্মীয়তার সম্পর্ক বুঝানোর জন্য 'আরহাম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা মূলত একটি বহুবচনবোধক শব্দ। এর একবচন হচ্ছে 'রাহিম'। যার অর্থ জরায়ু বা গর্ভাশয়। অর্থাৎ জন্মের প্রাক্কালে মায়ের উদরে যে স্থানে সন্তান অবস্থান করে। জন্মসূত্রেই মূলত মানুষ পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বুনিয়াদকে ইসলামি পরিভাষায় 'সেলায়ে-রাহ্মী' বলা হয়। আর এতে কোন রকম বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হলে তাকে বলা হয় 'কেত্বয়ে-রাহ্মী'। হাদিসে আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার রিযিকের প্রাচুর্য এবং দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশা করে, তার উচিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। [বুখারী ২০৬৭; মুসলিম ২৫৫৭]
অন্য হাদিসে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমিও তার দরবারে গিয়ে হাজির হলাম। সর্বপ্রথম আমার কানে তার যে কথাটি প্রবেশ করল, তা হল এইঃ হে লোক সকল! তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বেশী বেশী সালাম দাও। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষকে খাদ্য দান কর। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোল এবং রাতের বেলায় সালাতে মনোনিবেশ কর, যখন সাধারণ লোকেরা নিদ্রামগ্ন থাকে। স্মরণ রেখো, এ কথাগুলো পালন করলে তোমরা পরম সুখ ও শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে'। (মুসনাদে আহমাদ: ৫৪৫১; ইবন মাজাহ ৩২৫১)
আরেক হাদিসে এসেছে, 'উম্মুল-মুমিনীন মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার এক বাঁদিকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখন এ খবর পৌঁছালেন, তখন তিনি বললেন, তুমি যদি বাঁদিটি তোমার মামাকে দিয়ে দিতে, তাহলে অধিক পুণ্য লাভ করতে পারতে। (বুখারী: ২৫৯৪)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, 'কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করলে সদকার সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু কোন নিকট আত্মীয়কে সাহায্য করলে একই সঙ্গে সদ্‌কা এবং আত্মীয়তার হক আদায়ের দ্বৈত পুণ্য লাভ করা যায়'। (বুখারী: ১৪৬৬, মুসলিম: ১০০০)
(৫) এখানে মানুষের অন্তরকে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায়ের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে খুবই সচেতন ও পর্যবেক্ষণকারী। ' আল্লাহ তোমাদের অন্তরের ইচ্ছার কথাও ভালোভাবে অবগত রয়েছেন। কিন্তু যদি লোক লজ্জার ভয়ে অথবা সমাজ ও পরিবেশের চাপে পড়ে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সুব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে এর কোন মূল্য নেই।

# মহানবী সা.-এর ভাষায় সর্বোত্তম জিকির

আতাউর রহমান

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতে ঈমানের একাধিক শাখা আছে। এর মধ্যে কিছু শাখা এমন, যা ঈমানের অপরিহার্য অংশ এবং কিছু শাখা এমন, যা ঈমানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। তবে ঈমানের শাখা-প্রশাখাগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বা আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই বলে সাক্ষ্য দেওয়া।
হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'ঈমানের সত্তরের বেশি শাখা আছে।
সর্বোত্তম শাখা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া।'
(সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৪৬৭৬)
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর মর্যাদাবিষয়ক কয়েকটি আয়াত ও হাদিস হলো–
**১. জান্নাত লাভ** : রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'যে বলল, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (মুসনাদে আবু ইআলা : ৬/১০)
**২. সব নবী-রাসুলের দাওয়াত :** পূর্ববর্তী সব নবী ও রাসুল (আ.)-এর দাওয়াত ছিল–'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো উপাস্য নেই।
' (সূরা : আরাফ, আয়াত : ৫৯)
**৩. সুপারিশের ক্ষমতা** : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠকারী পরকালে সুপারিশের অধিকার পাবে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ছাড়া কারো সুপারিশ সেদিন কোনো কাজে আসবে না।' (সূরা : ত্বহা, আয়াত : ১০৯)
তাফসিরবিদরা বলেন, উল্লিখিত আয়াতে 'যার কথা তিনি পছন্দ করবেন' দ্বারা কালেমা পাঠকারী উদ্দেশ্য।
**৪. শাফাআত লাভ** : আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি যে একনিষ্ঠ চিত্তে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে।
' (বুখারি, হাদিস : ৯৯)
**৫. সর্বোত্তম জিকির** : রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, সর্বোত্তম জিকির 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সর্বোত্তম দোয়া 'আলহামদুলিল্লাহ'। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩৮০০)

বিশেষ প্রতিবেদন

# দেনমোহর আদায় ও খরচ নিয়ে ইসলাম কী বলে

নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক। বৈধ ভালোবাসায় এদের সিক্ত হওয়ার একমাত্র হালাল মাধ্যম হচ্ছে বিয়ে, যার অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে দেনমোহর। প্রকৃতপক্ষে দেনমোহরও এক প্রকার ঋণ। কেউ যদি তা আদায়ের ইচ্ছা না রাখে, তাহলে হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী সে ব্যক্তিও প্রতারক বা চোর হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই প্রত্যেক মুসলিম পুরুষের উচিত এমন মারাত্মক অপরাধ থেকে বেঁচে থাকা, আর এজন্য দেনমোহর আদায় করে দেয়া। সাধ্যের অতিরিক্ত দেনমোহর নির্ধারণ করে আদায় না করা গুনাহের কাজ।
বিবাহ এক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই একে অন্যের কাছে উপকৃত ও পরিতৃপ্ত। কিন্তু স্বামীর অধিকার বেশি। তাই স্ত্রীর কর্তব্য অধিক। স্ত্রী তার দেহ-যৌবন সহ স্বামীর বাড়িতে এসে বা সদা ছায়ার ন্যায় স্বামীর-পাশে থেকে তার অনুসরণ ও সেবা করে। তাই তো এই চুক্তিতে তাকে এমন কিছু পারিতোষিক প্রদান করতে হয় যাতে সে সন্তুষ্ট হয়ে স্বামীর বন্ধনে আসতে রাজী হয়ে যায়। সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং মানুষকে এ বিধান দিয়েছেন। তিনি বলেন,
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

''উল্লিখিত (অবৈধ) নারীগণ ব্যতীত অন্যান্য নারীগণকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তোমাদের স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য, ব্যভিচারের জন্য নয়। তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা উপভোগ করবে তাদেরকে নির্ধারিত মোহর অর্পণ করবে।''
তিনি অন্যত্র বলেন,

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً
''এবং তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্ট মনে দিয়ে দাও।''
আর প্রিয় নবী সা. বলেন,
إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

''সবচেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যা পূরণ করা জরুরি, তা হল সেই বস্তুত যার দ্বারা তোমরা (স্ত্রীদের) গুপ্তাঙ্গ হালাল করে থাক।''
সুতরাং স্ত্রীকে তার ঐ প্রদেয় মোহর প্রদান করা ফরজ। জমি, জায়গা, অর্থ, অলংকার, কাপড়চোপড় ইত্যাদি মোহরে দেওয়া চলে। বরং প্রয়োজনে (পাত্রীপক্ষ রাজী হলে) কুরআন শিক্ষাদান, ইসলাম গ্রহণও মোহর হতে পারে।
মোহর কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে সেচ্ছায় বেশী দেওয়া নিন্দনীয় নয়। মহানবী সা. তার কোনো স্ত্রী ও কন্যার মোহর ৪৮০ দিরহাম (১৪২৮ গ্রাম ওজনের রৌপ্যমুদ্রা) এর অধিক ছিল না। হজরত ফাতেমা (রা.) এর মোহর ছিল একটি লৌহবর্ম। হজরত আয়েশা বলেন, তার মোহর ছিল ৫০০ দিরহাম (১৪৮৭,৫ গ্রাম ওজনের রৌপ্য মুদ্রা)। তবে কেবল উম্মে হাবীবার মোহর ছিল ৪০০০ দিরহাম (১১৯০০ গ্রাম রৌপ্য মুদ্রা)। অবশ্য এই মোহর বাদশাহ নাজাশী মহানবী সা. এর তরফ থেকে আদায় করেছিলেন।
তাছাড়া তিনি বলেন, ''নারীর বর্কতের মধ্যে; তাকে পয়গাম দেওয়া সহজ হওয়া, তার মোহর স্বল্প হওয়া এবং তার গর্ভাশয়ে সহজে সন্তান ধরা অন্যতম।''
হজরত মূসা (আ.) তার প্রদেয় মোহরের বিনিময়ে শ্বশুরের আট অথবা দশ বছর মজুরি করেছিলেন।
মোহর হালকা হলে বিবাহ সহজসাধ্য হবে; এবং সেটাই বাঞ্ছিত। পক্ষান্তরে পণ-প্রথার মত মোহর অতিরিক্ত বেশী চাওয়ার প্রথাও এক কু-প্রথা।
মোহরের অর্থ কেবল স্ত্রীর প্রাপ্য হক; অভিভাবকের নয়। এতে বিবাহের পরে স্বামীরও কোনো অধিকার নেই। স্ত্রী বৈধভাবে যেখানে ইচ্ছা সেখানে খরচ করতে পারে। অবশ্য স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে স্বেচ্ছায় স্বামীকে দিলে তা উভয়ের জন্য বৈধ।
আকদের সময় মোহর নির্ধারিত না করলেও বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পর স্ত্রী সেই মহিলার সমপরিমাণ চলতি মোহরের অধিকারিণী হবে, যে সর্বদিক দিয়ে তারই অনুরূপ।
মিলনের পূর্বে স্বামী মারা গেলেও ঐরূপ চলতি মোহর ও মীরাসের হকদার হবে।
মোহর নির্দিষ্ট না করে বিবাহ হয়ে মিলনের পূর্বেই স্বামী তালাক দিলে স্ত্রী মোহরের হকদার হয় না। তবে তাকে সাধ্যমতো অর্থাদি খরচ-পত্র দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।
বিবাহের সময় মোহর নির্ধারিত করে সম্পূর্ণ অথবা কিছু মোহর বাকী রাখা চলে। মিলনের পর স্ত্রী সে ঋণ মওকুফ করে দিতে পারে। নচেৎ ঋণ হয়ে তা স্বামীর ঘাড়ে থেকেই যাবে।
মোহর নির্ধারিত করে বা কিছু আদায়ের পর বিবাহ হয়ে মিলনের পূর্বে স্বামী মারা গেলেও স্ত্রী পূর্ণ মোহরের হকদার হবে। স্ত্রী মারা গেলে স্বামী মোহর ফেরত পাবে না।
মোহর নির্দিষ্ট করে আদায় দিয়ে মিলন করার পর স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে মোহর ফেরত পাবে না। মহান আল্লাহ বলেন,
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً- وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً

''আর যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা থেকে কিছুই গ্রহণ করো না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচারণ দ্বারা তা গ্রহণ করবে? কীভাবে তোমরা তা গ্রহণ করবে, অথচ তোমরা পরস্পর সহবাস করেছ এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে?''
মোহর ধার্য হয়ে আদায় না করে মিলনের পূর্বেই তালাক দিলে নির্দিষ্ট মোহরের অর্ধেক আদায় করতে হবে। অবশ্য যদি স্ত্রী অথবা যার হাতে বিবাহবন্ধন সে (স্বামী) মাফ করে দেয়, তবে সে কথা ভিন্ন। তবে মাফ করে দেওয়াটাই আত্মসংযমের নিকটতর।
মিলনের পূর্বে যদি স্ত্রী নিজের দোষে তালাক পায় অথবা খোলা তালাক নেয়, তবে মোহর তো পাবেই না এবং কোন খরচ-পত্রও না। মোহর আদায় দিয়ে থাকলে মিলনের পরেও যদি স্ত্রী খোলা তালাক চায়, তাহলে স্বামীকে তার ঐ প্রদত্ত মোহর ফেরত দিতে হবে।
কোন অবৈধ বা অগম্যা নারীর সাথে ভুলক্রমে বিবাহ হয়ে মিলনের পর তার অবৈধতা (যেমন গর্ভ আছে বা দুধ বোন হয় ইত্যাদি) জানা গেলে ঐ স্ত্রী পূর্ণ মোহরের হকদার হবে। তবে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ওয়াজেব। একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে সকল স্ত্রীর মোহর সমান হওয়া জরুরি নয়।
স্ত্রীর মোহরের অর্থ খরচ করে ফেলে স্বামী যদি তার বিনিময়ে স্ত্রীকে তার সমপরিমাণ জমি বা জায়গা লিখে দেয় তবে তা বৈধ। পক্ষান্তরে অন্যান্য ওয়ারিশ রাজি না হলে কোন স্ত্রীর নামে (বা কোন ওয়ারেসের নামে) অতিরিক্ত কিছু জায়গাজমি উইল করা বৈধ নয়। কারণ, কোন ওয়ারেসের জন্য অসিয়ত নেই।
পাত্রীর নিকট থেকে ৫০ হাজার (পণ) নিয়ে ১০ বা ২০ হাজার তাকে মোহর দিলে অথবা নামে মাত্র মোহর বাঁধলে এবং আদায়ের নিয়ত না থাকলে অথবা দশ হাজারের দশ টাকা আদায় ও অবশিষ্ট বাকী রেখে আদায়ের নিয়ত না রাখলে; অর্থাৎ স্ত্রীর ঐ প্রাপ্য হক পূর্ণমাত্রায় আদায় দেওয়ার ইচ্ছা না থাকলে এই ধোঁকায় বিবাহ হবে কি না সন্দেহ। অবশ্য এ কাজ যে আল্লাহর ফরজ আইনের বিরুদ্ধাচরণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

# বৃষ্টিমুখর দিনে নবীজি সা.-এর আমল

মাইমুনা আক্তার

বৃষ্টি মহান আল্লাহর রহমতের নিদর্শন। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ মাটিকে উর্বর করে তোলেন। মাটির বুকে শস্যের হাসি ফোটান। বৃষ্টির সঙ্গে মানুষসহ অন্য প্রাণীদের রিজিকের সম্পর্ক রয়েছে। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বৃষ্টির পানিকে বরকতময় পানি বলে আখ্যা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'আর আমি আসমান থেকে বরকতময় পানি নাজিল করেছি। অতঃপর তা দ্বারা আমি উৎপন্ন করি বাগ-বাগিচা ও কর্তনযোগ্য শস্যদানা।' (সূরা : কাফ, আয়াত : ৯)
তাই মুমিনের উচিত বৃষ্টি এলেই মহান আল্লাহর শোকর করা।
আল্লাহর কাছে উপকারী বৃষ্টির জন্য দোয়া করা। আয়েশা (রা.) বলেন, যখন বৃষ্টি হতো রাসুল সা. তখন বলতেন, 'আল্লাহুম্মা সায়্যিবান নাফিআহ।' অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি এ বৃষ্টিকে প্রবহমান এবং উপকারী করে দাও। (নাসায়ি, হাদিস : ১৫২৩)
কারণ বৃষ্টি যেমন উপকারী, তেমনি কখনো তা আল্লাহর হুকুমে দুর্ভিক্ষের কারণও হতে পারে।
আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, অনাবৃষ্টির কারণেই কেবল দুর্ভিক্ষ হবে না, বরং অধিক বৃষ্টিপাত হতে থাকবে এবং জমিন কোনো কিছু উৎপাদন করবে না (ফলে তা দুর্ভিক্ষের কারণ হয়ে থাকে)। (মুসলিম, হাদিস : ৭১৮৩)
এ জন্য বৃষ্টি এলেই মহান আল্লাহর কাছে উপকারী বৃষ্টির জন্য দোয়া করা সুন্নত। এবং অতিবৃষ্টি দেখা দিলে তা থেকে উত্তরণের দোয়াও নবীজি সা. শিখিয়েছেন। রাসুল সা. একবার অতিবৃষ্টিতে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন,
'আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা ওয়ালা আলাইনা।' অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি বৃষ্টি আমাদের আশপাশে বর্ষণ করো, আমাদের ওপরে নয়। (নাসায়ি, হাদিস : ১৫২৭)
বৃষ্টি শেষেও রাসুলুল্লাহ সা. সাহাবায়ে কিরামকে একটি বিশেষ দোয়া পড়ার প্রতি তাগিদ দিয়েছেন। দোয়াটি হলো–'মুতিরনা বিফাদলিল্লাহি ওয়া রহমাতিহ।' এর অর্থ হলো–আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতে আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। (বুখারি, হাদিস : ১০৩৮)
কারণ মক্কার কাফিররা ভাবত আকাশের বিভিন্ন নক্ষত্র আমাদের বৃষ্টি দেয়। অথচ এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। রাসুল সা. বৃষ্টি শেষে এই দোয়া পড়ে এ কথার সাক্ষ্য দিতেন যে মহান আল্লাহই আমাদের বৃষ্টি দেন।
বৃষ্টির সময় সুযোগ হলে বৃষ্টির পানি স্পর্শ করা, বৃষ্টিতে ভেজাও সুন্নত। এতে নবীজি সা.-এর সুন্নত যেমন আদায় হবে, তেমনি শরীর ও মনের জন্যই এটি বেশ উপকারী। আনাস (রা.) বলেন, আমরা রাসুল সা.-এর সঙ্গে ছিলাম এমন সময় বৃষ্টি নামল। তখন রাসুলুল্লাহ সা. তাঁর কাপড় খুলে দিলেন। ফলে এতে বৃষ্টির পানি পৌঁছাল। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! এরূপ কেন করলেন? তিনি বলেন, কেননা এটা মহান আল্লাহর কাছে থেকে আসার সময় খুবই অল্প। (মুসলিম, হাদিস : ১৯৬৮)
বৃষ্টির সময়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো তখন মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করা, নিজের গুনাহ থেকে ক্ষমা চাওয়া এবং সব প্রয়োজন পূরণে মহান আল্লাহর সাহায্য চাওয়া, কেননা বৃষ্টির সময় মহান আল্লাহ দোয়া কবুল করেন।
হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'বৃষ্টির সময়ের দোয়া কবুল হয়ে থাকে।' (আবু দাউদ, হাদিস : ২৫৪০)
মহান আল্লাহ আমাদের বৃষ্টির সময় আমলময় করে তোলার তাওফিক দান করুন।

# অন্যের গোপন দোষ সন্ধান করতে নিষেধ করেছে ইসলাম

ফেরদৌস ফয়সাল

আল্লাহ বলেছেন, তোমরা অন্যের গোপন বিষয় অনুসন্ধান কোরো না। (সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১২) যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদের কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে। (সূরা আহযাব, আয়াত: ৫৮)
হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-র বরাতে এই হাদিসের বর্ণনা আছে। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমরা মন্দ ধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাকো। কারণ, মন্দ ধারণা সবচেয়ে বড় অসত্য। অন্যের গোপন দোষ খুঁজে বেড়িয়ো না, অন্যের ব্যাপারে গুপ্তচরবৃত্তি কোরো না, একে অপরের সঙ্গে (অসৎ কাজে) প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোরো না, পরস্পরকে হিংসা কোরো না, পরস্পরের বিদ্বেষ কোরো না, একে অন্যের বিরুদ্ধে শত্রুতা পুষো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও; যেমন তিনি তোমাদের আদেশ দিয়েছেন।
তিনি আরও বলেছেন, এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। তার ওপর জুলুম কোরো না, তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিও না এবং তাকে তুচ্ছ ভেবো না। এখানে আল্লাহভীতি রয়েছে। (তিনি নিজের বুকের দিকে ইঙ্গিত করলেন।) কোনো মুসলমান ভাইকে তাচ্ছিল্য করা মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। একজন মুসলমানের রক্ত, সম্ভ্রম ও সম্পদ আরেকজন মুসলমানের জন্য হারাম। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের শরীর ও আকার-আকৃতি দেখেন না, বরং তোমাদের হৃদয় ও কর্ম দেখেন।
অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন, তোমরা পরস্পরকে হিংসা কোরো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ কোরো না, অন্যের ব্যাপারে গুপ্তচরবৃত্তি কোরো না, অন্যের গোপন দোষ খুঁজে বেড়িয়ো না, পরস্পরের পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে দিয়ো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও।
অন্য আরেকটি বর্ণনায় আছে, তোমরা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কছেদ করো না, একে অন্যের বিরুদ্ধে শত্রুতা রেখো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ কোরো না, পরস্পরকে হিংসা কোরো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও।
ভিন্ন একটি বর্ণনায় আছে, 'তোমরা একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন কোরো না এবং অন্যের ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর কেনাবেচা কোরো না।' (বুখারি, হাদিস: ৫,১৪৩)

# ফজরের নামাজের জন্য জেগে ওঠার কয়েকটি কৌশল

বিশেষ প্রতিবেদন

রাতে দেরিতে ঘুমাতে গেলে ফজরে উঠতে সমস্যা হয়। এটা অস্বাভাবিক নয়। ঘুম থেকে না ওঠার কারণে ফজরের নামাজ আদায় করতে কারও কারও সমস্যা হয়। কীভাবে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। ফজরের নামাজের জন্য জেগে ওঠার কয়েকটি কৌশল এখানে বলা হলো।
**ঘুমানোর আগে কিছু কাজ**
ঘুমানোর আগে কিছু আমল করে নেওয়া ভালো। আমলগুলো নিজের মতো তৈরি করে নেওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ঘুমানোর আগে পড়া যেতে পারে সুরা ফাতিহা, দরুদ শরিফ, আয়াতুল কুরসি, সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক, সুরা কাফিরুন, সুরা নাস, সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত, সুরা হাশরের শেষ আয়াত, সুরা আল ইমরানের আয়াত, সুরা মুলক ইত্যাদি।
**ঘুমানোর আগে অজু করা**
ঘুমানোর আগে অজু করতে হবে। ঘুমাতে হবে ডানদিকে কাত হয়ে। ডান হাত গালের নিচে রাখা ভালো। ঘুমানোর আগে এই দোয়া করা ভালো, 'হে আল্লাহ আমার জন্য ফজরের নামাজকে তুমি সহজ করো, কবুল করো।
**তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাওয়া**
বেশি রাত না জাগা স্বাস্থ্যের জন্যই ভালো। রাত জাগার যুক্তিসংগত কারণ না থাকলে সেটাই উত্তম। ঘুমের আগে মোবাইলসহ সব ধরনের ডিভাইস থেকে নিজেকে দূরে রাখলে সময়মতো ঘুমানো সহজ হয়।
**অ্যাপ ব্যবহার**
গুগল প্লে-স্টোরে ব্যবহারযোগ্য অনেক ধরনের অ্যাপ পাওয়া যায়। সময়মতো ওঠার জন্য কোনো অ্যালার্ম অ্যাপ ব্যবহার করা যায়। ঘুমের চক্র খেয়াল করা প্রত্যেক মানুষের ঘুমের একটা নিজস্ব অভ্যাস আছে। কেউ ঘুমান ৮ ঘণ্টা, কেউ ৭ ঘণ্টা, কারও বা ৬ বা ৫ ঘণ্টা। ধরা যাক, ফজরের নামাজের জন্য ভোর পাঁচটায় উঠতে হবে, তাহলে ঘুমের ধরন অনুযায়ী ততক্ষণ আগে ঘুমাতে পাওয়ার অভ্যাস করুন।
বিতরের নামাজের পর দোয়া করা বিতরের নামাজের পর আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারেন। বিশ্বাস রাখতে হবে, আল্লাহ আপনাকে ঘুম থেকে জেগে ওঠাবেন।
**কোরআন পড়ে ঘুমাতে যাওয়া**
ঘুমাতে যাওয়ার আগে পবিত্র কোরআন থেকে সুরা পড়া যায়। হাদিসে সুরা মুলকসহ অন্যান্য সুরা পড়ার পরামর্শ আছে ।
কিয়ামতের কথা স্মরণ করা ভালো কাজ করলে কিয়ামতের দিন পুরস্কৃত হবেন। আল্লাহর কথা মেনে চললে দুনিয়া ও আখেরাতে সফল হতে পারবেন।

ইউরো ২০২৪

# পেনাল্টি নেওয়ার আগে হৃৎস্পন্দন কমে গিয়েছিল রোনালদোর

**আপনজন ডেস্ক:** শেষ ষোলো পর্ব পেরিয়ে ইউরো এখন রোমাঞ্চকর কোয়ার্টার ফাইনাল উপহার দেওয়ার অপেক্ষায়। কিন্তু আলোচনায় এখনো ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ফ্রাঙ্কফুর্টে গত সোমবার রাতে স্লোভেনিয়াকে টাইব্রেকারে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে পর্তুগাল। তিন-তিনটি পেনাল্টি ঠেকিয়ে সেদিন পর্তুগালকে শেষ আটে তোলেন গোলকিপার দিয়োগো কস্তা। রোনালদোকেও তিনি খলনায়ক হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেন। ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে পেনাল্টি পেয়েও যে পর্তুগালকে এগিয়ে দিতে পারেননি রোনালদো। তাঁর শট বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠেকিয়ে দেন স্লোভেনিয়ার গোলকিপার ইয়ান ওবলাক। এরপরই হাঁটু মুড়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে মাঠে বসে পড়েন রোনালদো। শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। দলের সবাই ছুটে যান রোনালদোর দিকে। কিন্তু সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা যেন খুঁজে পাচ্ছিলেন না তাঁরাও। পরে অবশ্য টাইব্রেকারে সফল হন রোনালদো। পর্তুগালের প্রথম গোলটি করেন তিনি। গোলকিপার কস্তার বীরত্বের পর যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। পেনাল্টি শুটআউটের সময় রোনালদোর শারীরিক অবস্থা নিয়ে এবার চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছে 'হুপ'। যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত এই ফিটনেস ট্র্যাকার প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, টাইব্রেকারে শট নেওয়ার আগমুহূর্তে রোনালদোর হৃৎস্পন্দন সর্বনিম্ন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। তবে তিনি খুব বেশি বিচলিত হয়ে পড়েননি। প্রতি মিনিটে তাঁর স্পন্দন (বিপিএম) ১০০-এর আশপাশে ছিল। টাইব্রেকারে পর্তুগালের হয়ে দ্বিতীয় শট নিতে আসেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ। তিনি গোল করতেই রোনালদোর হৃৎস্পন্দন ১২৫ বিপিএম হয়ে যায়। এরপর বের্নার্দো সিলভা তৃতীয় শট থেকে গোল করতেই রোনালদোর বিপিএম লাফিয়ে ১৭০-এ উঠে যায়। সিলভার গোলেই পর্তুগাল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে যায়। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইল জানিয়েছে, রোনালদো পরশু রাতে তাঁর কবজিতে হুপ ৪.০ মডেলের ফিটনেস ট্র্যাকার পরে খেলেছেন। এই ট্র্যাকারই মাঠে থাকাকালীন তাঁর শারীরিক অবস্থার নির্ভুল তথ্য দিয়েছে। এদিকে রোনালদো গতকাল তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে বিখ্যাত ভেষজবিজ্ঞানী ফিল স্টুটজের একটি শিক্ষামূলক ছবি পোস্ট করেছেন। যাতে লেখা, 'বাস্তবতার তিনটি দিক।' সেগুলো হলো যন্ত্রণা, অনিশ্চয়তা ও অবিরাম কাজ। তবে রোনালদো যা-ই লিখুন না কেন, তাঁকে পর্তুগালের শুরুর একাদশে আর দেখতে চান না ইংল্যান্ডের সাবেক স্ট্রাইকার ক্রিস সাটন। ডেইলি মেইলে লেখা কলামে রোনালদোকে একহাত নিয়েছেন সাটন। একই সঙ্গে এটাও দাবি করেছেন, পর্তুগাল কোচ রবার্তো মার্তিনেজের রোনালদোকে বাদ দেওয়ার সাহস নেই। রোনালদোকে 'স্বার্থপর তারকা' উল্লেখ করে সাটন লিখেছেন, 'এ মুহূর্তে সে পর্তুগাল দলকে সাহায্য করার চেয়ে প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করছে বেশি। একজন কোচকে অবশ্যই বুঝতে হবে, যখন কেউ দলের উপকারে আসে না, তাকে বাদ দিতে হবে। সে যে-ই হোক না কেন। এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের দুশ্চিন্তা না করে যথেষ্ট সাহসী হতে হবে। কিন্তু রবার্তো মার্তিনেজকে দেখে মনে হলো, তিনি রোনালদোকে বাদ দিতে ভয় পান।'

# মাস্ক বদল হচ্ছে এমবাপ্পের, কিন্তু গোল পাচ্ছেন না

**আপনজন ডেস্ক:** ইউরোয় কিলিয়ান এমবাপ্পের গোলসংখ্যার চেয়ে তাঁর মাস্কসংখ্যা বেশি। প্রথমেই জানিয়ে রাখা ভালো, ইউরোয় এখন পর্যন্ত এমবাপ্পে গোল করেছেন ১টি। কিন্তু মাস্ক পরে নেমেছেন একাধিকবার। শুধু তা-ই নয়, ফ্রান্স তারকাকে এরই মধ্যে মাস্ক পাল্টাতেও হয়েছে। অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ফ্রান্সের প্রথম ম্যাচে নাক ভেঙে যাওয়ায় বিশেষ একধরনের মাস্ক ব্যবহার করতে বাধ্য হন এমবাপ্পে। মাস্ক পরে গ্রুপ পর্বে ফ্রান্সের বাকি ম্যাচগুলো খেলেছেন এই ফরোয়ার্ড। তবে এই মাস্ক নিয়ে এমবাপ্পের অস্বস্তির কথা জানা গিয়েছিল আগেই। চোখের পাশের (সাইডের) কোনো কিছু দেখতে তাঁর অসুবিধা হয়। ডুসেলডর্ফে গত সোমবার ইউরোর শেষ ষোলোয় বেলজিয়ামকে ১-০ গোলে হারিয়ে ইউরোর কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে ফ্রান্স। এ ম্যাচে এ নিয়ে ৩ নম্বর মাস্ক পরে খেললেন এমবাপ্পে। অর্থাৎ গ্রুপ পর্বে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে নাক ভেঙে যাওয়ার পর দুটি আলাদা মাস্ক পরে খেলেছেন এমবাপ্পে। এরপর শেষ ষোলোর ম্যাচেও পাল্টেছেন মাস্ক–সেটি ছিল তাঁর তৃতীয় মাস্ক। এ ম্যাচে পাঁচবার গোল করার মতো অবস্থানে থেকেও গোল পাননি এমবাপ্পে। একের পর এক মাস্ক পাল্টালেও স্বস্তি পাচ্ছেন না ফ্রান্স অধিনায়ক। মাস্ক নিয়ে এমবাপ্পের সমস্যার কথা বলেছেন ফ্রান্স কোচ দিদিয়ের দেশম, 'ঘামের ব্যাপারটি মাথায় রাখতে হবে। ঘাম তার চোখে যেতেই পারে। সে এটার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেও দৃষ্টিশক্তিতে সমস্যা হচ্ছে। সামনের কোনো কিছু দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না। তবে পার্শ্বীয় (চোখের দুই পাশে) দৃষ্টিতে কোনো কিছু দেরিতে দেখছে।' এমবাপ্পে নিজেও এই মাস্ক পরাকে 'হরর' বা বীভৎস কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করে পোল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে বলেছিলেন, 'আমি লোকজনকে দেখছি ঠিকই, তবে মনে হচ্ছে না যে আমি খেলছি।' নাক ভেঙে যাওয়ার পর শুরুতে এমবাপ্পেকে ফ্রান্সের পতাকার রঙে বানানো একটি মাস্ক দেওয়া হয়। কিন্তু উয়েফা তাতে বাধা দেয়। নিয়মের বরাত দিয়ে সংস্থাটি রায় দেয়, প্রতিরক্ষামূলক যেকোনো কিছু এক রঙের হতে হবে। এমবাপ্পে এরপর পোল্যান্ড ম্যাচে কালো রঙের মাস্ক পরে মাঠে নেমেছিলেন। বেলজিয়ামের বিপক্ষে শেষ ষোলোর ম্যাচেও মাস্ক পাল্টেছেন এমবাপ্পে। সেই মাস্কের মুখের সামনের অংশ একটু অন্যভাবে কাটা হয়েছে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে একটু বেশি জায়গাও রাখা হয়। পেছনে বাঁধার জন্য ফিতা ছিল একটি, আগের মাস্কে ছিল দুটি ফিতা।

টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিং

# বিশ্বকাপ জিতেই ১ নম্বর অলরাউন্ডার পান্ডিয়া

**আপনজন ডেস্ক:** ১৭ বছর পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। বার্বাডোজে ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৭ রানে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ২০ ওভারের ক্রিকেটে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন রোহিত শর্মার দল। বিশ্বকাপজুড়েই ব্যাটে-বলে দারুণ পারফরম্যান্স ছিল দলের অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়ার। বিশ্বকাপে দেড় শর বেশি স্ট্রাইক রেটে ১৪৪ রান করা পান্ডিয়া বল হাতে নিয়েছেন ১১ উইকেট। এমন পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি ব্যাঙ্কিংয়েও পেয়েছেন এই অলরাউন্ডার। প্রথম ভারতীয় পুরুষ খেলোয়াড় হিসেবে আইসিসির টি-টোয়েন্টি ব্যাঙ্কিংয়ে ১ নম্বর অলরাউন্ডার হয়েছেন পান্ডিয়া। ফাইনালে ভয়ংকর হয়ে ওঠা দুই দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যান হাইনরিখ ক্লাসেন ও ডেভিড মিলারকে ফেরানো পান্ডিয়া দুই ধাপ এগিয়ে উঠেছেন শীর্ষে। তবে এককভাবে নয়, ২২২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শ্রীলঙ্কার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষস্থান ভাগাভাগি করছেন পান্ডিয়া। পান্ডিয়া বোলিংয়ে ৬ ধাপ এগিয়ে ৫২ নম্বরে ও ব্যাটিংয়ে ২ ধাপ এগিয়ে উঠেছেন ৬২ নম্বরে। পান্ডিয়া ছাড়াও আজ প্রকাশিত ব্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ করে এগিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মার্কাস স্টয়নিস (৩), জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা (৪) ও বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান (৫)। তাঁরা এগিয়েছেন মূলত আফগান অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবী চার ধাপ পিছিয়ে দুই থেকে ছয়ে নেমে যাওয়ায়। টি-টোয়েন্টি ব্যাটিং ও বোলিংয়ে শীর্ষে কোনো পরিবর্তন নেই। অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড ও ইংল্যান্ডের আদিল রশিদ ধরে রেখেছেন ১ নম্বর জায়গাটা। বোলিংয়ে বড় লাফ দিয়ে দুইয়ে উঠে এসেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার আনরিখ নর্কিয়া। বিশ্বকাপে ১৫ উইকেট নেওয়া ফাস্ট বোলার সাত ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন দ্বিতীয় স্থানে। এগিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী ভারতের চার বোলার অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, যশপ্রীত বুমরা ও অর্শদীপ সিংও। এক ধাপ এগিয়ে সাতে উঠেছেন বাঁহাতি স্পিনার অক্ষর প্যাটেল। তিন ধাপ এগিয়ে আটে উঠেছেন বাঁহাতি রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদব। অবিশ্বাস্য এক বিশ্বকাপ কাটিয়ে সেরা খেলোয়াড় হওয়া পেসার যশপ্রীত বুমরা ১২ ধাপ এগিয়ে উঠেছেন ১২ নম্বরে। তাঁর ঠিক পরের স্থানটাতেই আছেন যৌথভাবে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ভারতীয় পেসার অর্শদীপ সিং। দক্ষিণ আফ্রিকার তাব্রেইজ শামসি ৫ ধাপ এগিয়ে উঠেছেন ১৫ নম্বরে। বিশ্বকাপ জিতেই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের ঘোষণা দেওয়া রোহিত শর্মা ক্যারিয়ার শেষ করেছেন ৩৬ নম্বরে থেকে। দুই ধাপ এগিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। সাত ধাপ এগিয়ে কোহলি উঠেছেন ৪০ নম্বরে।

# পাকিস্তান ক্রিকেটারদের সমালোচনা প্রাপ্য: রিজওয়ান

**আপনজন ডেস্ক:** পাকিস্তান ক্রিকেটারদের প্রতি সমালোচনা ন্যায্য ও এটি তাঁদের প্রাপ্য বলে মনে করেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। এ উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানের মতে, যেসব খেলোয়াড় এ সমালোচনা সহ্য করতে পারবেন না, তাঁরা সফলও হতে পারবেন না। ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের রানার্সআপ পাকিস্তান এবার বাদ পড়ে গ্রুপ পর্বেই। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে আসা স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্রের পর ভারতের সঙ্গে হেরে কার্যত ছিটকে যায় বাবর আজমের দল। যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ম্যাচটি তারা হারে সুপার ওভারে গিয়ে, ভারতের সঙ্গে ছুঁতে পারেনি ১২০ রানের লক্ষ্য। এর পর থেকেই পাকিস্তান দলকে ঘিরে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে। সেসবকে অন্যায্য মনে করছেন না রিজওয়ান। গতকাল সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, 'দল যে সমালোচনার মুখে আছে, সেটি ন্যায্য। যেহেতু আমরা প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করতে পারিনি, ফলে এটি আমাদের প্রাপ্য। যেসব খেলোয়াড় সমালোচনা সহ্য করতে পারে না, তারা সফল হতেও পারবে না।' যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের কাছে হারের পর কানাডা ও আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে জিতলেও সেটি যথেষ্ট হয়নি পাকিস্তানের। ভারতের সঙ্গে ওই গ্রুপ থেকে সুপার এইটে যায় যুক্তরাষ্ট্র। পরে ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। পাকিস্তান দল এবারের বিশ্বকাপেই গিয়েছিল বেশ টালমাটাল অবস্থা থেকে। সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর বোর্ডের চাপে তিন সংস্করণে নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন বাবর। তাঁর জায়গায় টি-টোয়েন্টি দলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদিকে। তবে বিশ্বকাপের আগে আফ্রিদিকে সরিয়ে আবার বাবরকে নেতৃত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বকাপে ভরাডুবির পর বাবরের অধিনায়কত্বও চলে এসেছে প্রশ্নের মুখে। বাবরের সঙ্গে শাহিনের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনাও এসেছে ঘুরেফিরে। এর পর থেকেই পাকিস্তান দলকে ঘিরে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে। সেসবকে অন্যায্য মনে করছেন না রিজওয়ান। গতকাল সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, 'দল যে সমালোচনার মুখে আছে, সেটি ন্যায্য। যেহেতু আমরা প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করতে পারিনি, ফলে এটি আমাদের প্রাপ্য। যেসব খেলোয়াড় সমালোচনা সহ্য করতে পারে না, তারা সফল হতেও পারবে না।' এমনিতে টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তানের খেলার ধরন নিয়ে সমালোচনা নতুন কিছু নয়। বিশেষ করে তাদের ব্যাটিং আধুনিক যুগের সঙ্গে যথেষ্ট মানানসই বলেও মনে করা হয়। রিজওয়ানের সঙ্গে বাবরের ওপেনিং জুটি যথেষ্ট আক্রমণাত্মক নয় বলে মিডল অর্ডারের ওপর চাপ বাড়ে–এমন কথাও বলেছেন বিশেষজ্ঞরা। অবশ্য রিজওয়ান বলছেন, পাকিস্তানের অমন পারফরম্যান্সের কারণ একাধিক, 'আমাদের হারের একাধিক কারণ আছে। দল হারলে কেউ বলতে পারে না যে শুধু ব্যাটিং বা বোলিং ভালো হচ্ছে।' বিশ্বকাপে জাতীয় দলের অমন পারফরম্যান্সের পর পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি বলেন, তাঁদের দেশের ক্রিকেটের 'বড় ধরনের অস্ত্রোপচার' প্রয়োজন। সে প্রসঙ্গে রিজওয়ান বলেন, 'অস্ত্রোপচার স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। ব্যক্তি অসুস্থ হলে অস্ত্রোপচার জরুরি। পিসিবি চেয়ারম্যান পরিশ্রমী মানুষ। দলে কে থাকবে আর কে থাকবে না, সেটি (ঠিক করা) চেয়ারম্যানের অধিকার।' পাকিস্তানের পরবর্তী আন্তর্জাতিক সূচি আগামী মাসে বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ। এর আগে কানাডার গ্লোবাল টি-টোয়েন্টিতে ব্যস্ত থাকবেন রিজওয়ানরা। লিগটিতে রিজওয়ানের অধীন খেলবেন বাবর, মোহাম্মদ আমিররা।

*ইউরোপীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে অস্ট্রিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে তুরস্ক পৌঁছে গেল কোয়ার্টার ফাইনালে। অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ২-১ গোলে জয়ের পর উল্লাস করতে অনেকেই রাস্তায় নেমে আসেন। রাজধানী বার্লিনের শার্লটেনবার্গ, কুর্ফুরস্টেন্ডাম এলাকার রাজপথে ঐতিহ্যবাহী মোটর শোভাযাত্রায় কয়েক শ গাড়ির বহর ওই এলাকাগুলো অচল করে দেয়। শহরের অন্যান্য স্থানেও উচ্চ স্বরে ভেঁপু বাজিয়ে আতশবাজি পোড়ানো হয়। গভীর রাত অবধি এই বাঁধভাঙা আনন্দ–উৎসব চলে।*

# রেফারি ব্রাজিলের 'ক্ষতি করেছে', শেষ আটে প্রতিপক্ষ নিয়ে ভাবছেন না রাফিনিয়া

**আপনজন ডেস্ক:** কোপা আমেরিকায় আজ কলম্বিয়ার বিপক্ষে দুটি লক্ষ্য ছিল ব্রাজিলের। এক, জয় তুলে নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষ নিশ্চিত করা। দুই, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, এদের মিলিতাও, লুকাস পাকেতা ও ওয়েন্ডেল–এই চার খেলোয়াড়ের কারও হলুদ কার্ড দেখা যাবে না কলম্বিয়ার বিপক্ষে। দেখলেই পরের ম্যাচে নিষিদ্ধ, কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁকে পাবে না পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। দরিভাল জুনিয়রের খেলোয়াড়েরা একটি লক্ষ্যও পূরণ করতে পারেননি। কলম্বিয়ান অধিনায়ক হামেস রদ্রিগেজকে ম্যাচের ৭ মিনিটেই ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন ব্রাজিল উইঙ্গার ভিনিসিয়ুস। তখনই নিশ্চিত হয়, ব্রাজিল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলে এ ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদ তারকাকে পাবে না তারা। কলম্বিয়ার বিপক্ষে ১-১ গোলের ড্রয়ে 'ডি' গ্রুপের রানার্সআপ দল হিসেবে শেষ পর্যন্ত কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে ব্রাজিল। কিন্তু জিতলে যেখানে পানামার মতো সহজ প্রতিপক্ষ পাওয়া যেত, ড্র করায় সেখানে মুখোমুখি হতে হবে কোপায় ১৫ বারের চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ের। তারপর ভিনিসিয়ুসকেও পাওয়া যাবে না সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ব্রাজিলের জন্য বেশ কঠিনই হয়ে উঠল। যদিও রাফিনিয়া এসবের কোনো কিছুকেই পাত্তা দিচ্ছেন না। কলম্বিয়ার বিপক্ষে ফ্রি কিক থেকে ১২ মিনিটে চোখধাঁধানো গোল করেন ব্রাজিলের এই উইঙ্গার। দূরপাল্লার শটে গোল পেতে পারতেন দ্বিতীয়ার্ধেও। কলম্বিয়া গোলকিপার ভারগাসের দৃঢ়তায় সে যাত্রায় আর হয়নি। ম্যাচ শেষে রাফিনিয়া কথা বলেছেন আজকের পারফরম্যান্স এবং কোয়ার্টার ফাইনালের প্রতিপক্ষ নিয়ে, 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রত্যাশিত ফলটা আমরা পাইনি। যে অবস্থানে থেকে আমরা কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে চেয়েছিলাম, সেটাও হয়নি। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হতে চাইলে পরের রাউন্ডে প্রতিপক্ষ কে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়া অনুচিত। যে কারও বিপক্ষে খেলার প্রস্তুতি থাকতে হবে আমাদের। চ্যাম্পিয়ন হতে চাইলে নিজেদের সেরাটা খেলার প্রস্তুতিই

কোপা আমেরিকা

থাকতে হবে।'
ব্রাজিলের কোচ দরিভাল ভিনিসিয়ুসের হলুদ কার্ড দেখা এবং তাঁর পেনাল্টি না পাওয়া প্রসঙ্গে রেফারির সমালোচনা করেছেন। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার ২ মিনিট আগে কলম্বিয়ার বক্সে পড়ে যান ভিনিসিয়ুস। ভিএআর প্রযুক্তিতে দেখা যায়, ভিনি ফাউলের শিকার হননি, তাই পেনাল্টি দেওয়া হয়নি। ম্যাচ শেষে দরিভাল এ নিয়ে বলেছেন, 'সেই (ভিনির ফাউল) মুহূর্তে ব্যবধান ২-০ হতে পারত। এরপরই আমরা গোল হজম করেছি। আমার মতে, এটাই পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। স্টেডিয়ামে শুধু সে (রেফারি জেসুস ভালেনজুয়েলা) এবং ভিএআর দলই টের পায়নি যে ওটা পেনাল্টি ছিল। এতে ব্রাজিলের ক্ষতি হয়েছে। আমাদের বাস্তববাদী হতে হবে। ঘটনাটা ঘটেছে, কেউ বানায়নি। স্কোরের পার্থক্য বাড়লে ম্যাচের গতিও অন্য রকম হতো।' প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে হলুদ কার্ড দেখা ভিনি আজও হলুদ কার্ড দেখে পরের ম্যাচে নিষিদ্ধ হওয়ায় তাঁর বদলি নিয়ে ভাবতে হবে দরিভালকে। সম্ভবত ভিনির জায়গায় ১৭ বছর বয়সী স্ট্রাইকার এনদ্রিককে উরুগুয়ের বিপক্ষে খেলাতে পারে ব্রাজিল। যদিও এনদ্রিক নিজেই মনে করেন, ভিনির বিকল্প বের করা সম্ভব নয়, 'বদলি বের করা খুব কঠিন, কারণ খেলোয়াড়টি ভিনি। তাকে ছাড়া খুব কঠিন হবে। তবে স্কোয়াডের ২৬ জনই প্রস্তুত। কে প্রতিপক্ষ, তা নিয়ে ভাবনা নেই। সবাই নিজের সেরাটাই দেবে।'
রোববার সকাল ৭টায় কোয়ার্টার ফাইনালে উরুগুয়ের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল।

# আর্জেন্টিনার অলিম্পিক দলে ডাক পেয়েছেন চার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন

**আপনজন ডেস্ক:** আর্জেন্টিনার অনূর্ধ্ব-২৩ দলের কোচ হাভিয়ের মাচেরানো মেসি-মারিয়া-মার্তিনেজকে না পেলেও আর্জেন্টিনার অলিম্পিক স্কোয়াডে নিয়েছেন ২০২২ বিশ্বকাপজয়ী চার ফুটবলারকে। ১৮ সদস্যের দলে থাকা এই চার ফুটবলার হলেন গোলরক্ষক গেরোনিমো রুলি, ডিফেন্ডার নিকোলাস ওতামেন্দি ও ফরোয়ার্ড হুলিয়ান আলভারেজ এবং থিয়াগো আলমাদা।
আর্জেন্টিনার অলিম্পিক স্কোয়াড
গোলরক্ষক: গেরোনিমো রুলি (আয়াক্স) এবং লেয়ান্দ্রো ব্রেয় (বোকা জুনিয়র্স)।
ডিফেন্ডার: ব্রুনো আমিওনে (সান্তোস লাগুনা), মার্কো ডি সিসারে (রেসিং), নিকোলাস ওতামেন্দি (বেনফিকা), গনসালো লুজান (সান লরেনৎসো), হুয়াকিন গার্সিয়া (ভেলেজ) এবং হুলিও সোলের (লানুস)।
মিডফিল্ডার: সান্তিয়াগো হেজে (অলিম্পিয়াকোস), ক্রিস্টিয়ান মেদিনা (বোকা জুনিয়র্স), এজেকুয়েল ফার্নান্দেজ (বোকা জুনিয়র্স), কেভিন জেনোন (বোকা জুনিয়র্স), ক্লদিও এচেভেরি (রিভার প্লেট এবং থিয়াগো আলমাদা (আটালান্টা ইউনাইটেড)।
ফরোয়ার্ড: লুসিয়ানো গোন্দো (আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্স), হুলিয়ান আলভারেজ (ম্যানচেস্টার সিটি), গিওলিয়ানো সিমিওনে (আতলেতিকো মাদ্রিদ), লুকাস বেলট্রান (ফিওরেন্তিনা)।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**